Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ-যুগের সাধনা

PRESENTED

LIBRARY
No. 287
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

LIBRARY
No. ~~9/65~~ 11/10
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির পাঠমালা একাদশ পাঠ

এ-যুগের সাধনা

LIBRARY
No. 9485 11/10
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেখাগুলি অধিকাংশ পাঠমন্দিরের "বর্ত্তিকা"য় প্রথম
প্রকাশিত হয়েছিল। কেবল "সাধনার স্তর"
আর "চেতনার ক্রমগতি" এ দুটি যথাক্রমে
প্রকাশিত হয়েছিল "উত্তরা" আর
"উদ্বোধন" পত্রিকায়।

প্রথম সংস্করণ—জুন, ১৯৪৮

মূল্য—১॥০

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম হইতে শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত
কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেসে মুদ্রিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ~~৭৭৫~~ 11/10
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

বিষয় সূচী

১।	সমানি ব আকূতিঃ	১
২।	অসত্য নয়, সত্যের পথে	৯
৩।	সমর্পণ ও সংযোগ	২২
৪।	বিজয়ের দিনে	৩১
৫।	এই দুর্দ্দিনে	৩৮
৬।	বর্ত্তমান অবস্থায়	৪৬
৭।	তোমার শান্তি, তোমার মুক্তি, ... তোমার ঐক্য	৫৪
৮।	জীবন-শ্রী	৬২
৯।	মানুষী তনু	৭০
১০।	জীবন ও সংযম	৮৩
১১।	সাধনার সুর	৯১
১২।	চেতনার ক্রমগতি	৯৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

PRESENTED
Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
LIBRARY
No. 11/16
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

সমানী ব আকূতিঃ

শ্রীঅরবিন্দের সাধনা ও সিদ্ধি নিজের জন্য নয়—তাঁর নিজের অস্তিত্বই নিজের জন্য নয়—তা হল মানবজাতির জন্য, মানবসমাজ যাতে একটা নূতন পদবীতে উন্নীত হ'তে পারে, অথবা, ভগবানের জন্য, যাতে ভগবানের এক নূতন প্রকাশ পার্থিব-লীলায় ধরা দেয়।

সুতরাং আমরা যারা এই পথে চলেছি আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে আমাদেরও ব্যক্তিগত সাধনা ও সিদ্ধি সেই সমবেত, জগৎব্যাপী সাধনা ও সিদ্ধিরই অঙ্গীভূত, তার একান্ত পৃথক সার্থকতা নাই। পক্ষান্তরে প্রাচীন ও পূর্ব্বতন প্রায় সকল সাধনার ধারাই প্রধানতঃ ছিল ব্যক্তিগত—ব্যক্তিগত মুক্তি ও সিদ্ধিই ছিল আধ্যাত্মিক মানুষের ব্রত ও লক্ষ্য। আধ্যাত্মিক নেতা বা মহাপুরুষদেরও প্রয়াস দেখি যাতে ব্যক্তিই উদ্ধার হয় এবং যত অধিক সংখ্যক ব্যক্তি পায় পরিত্রাণ। এই সকল সিদ্ধ ও মুক্ত জীবদের নিয়ে একটা সমাজ সঙ্ঘ বা লোকের কল্পনা কোথাও কোথাও করা হয়েছিল বটে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু তার স্থান করে দেওয়া হয়েছিল হয় অন্য একটা ভুবনে বা জগতে কিম্বা এই পৃথিবীর মধ্যে হলেও সাধারণ সমাজের বহির্ভূত আয়তন বা প্রতিষ্ঠান হিসাবে।

তা হলেও যদি সমগ্র ও অখণ্ড দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায় তবে দেখি সমগ্রের সার্থকতা ও ক্রমপরিণতির জন্যই এই প্রয়োজন ছিল—এবং এখনও যে নাই তা নয়। ব্যক্তি হল যেন—আজকালকার সামরিক ভাষায়—Spearhead (বর্ষা-ফলক), অর্থাৎ সমগ্র সেনাবাহিনীর অগ্রগতির জন্য যারা অগ্রভাগে চলে, বর্ষাফলকের মত শত্রুব্যূহ ভেদ করে, বাধা বিদীর্ণ করে, পথ উন্মুক্ত প্রসারিত করে চলে। আধ্যাত্মিক জগতে সিদ্ধ মহাপুরুষেরাও ঠিক এই কাজ করেন—অজ্ঞানের বাধাবিঘ্ন জঙ্গল কেটে ঊর্দ্ধতর চেতনার মধ্যে উঠবার রাস্তা তাঁরা তৈরী করে দেন, সিঁড়ি বাঁধিয়ে দেন, যাতে পরে পশ্চাতে যারা আসবে, বৃহত্তর লোকসঙ্ঘ তাতে সহজে উঠে দাঁড়াতে পারে, এগিয়ে যেতে পারে। তাই ত কথায় বলে—মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা। মহাপুরুষেরা যেখানে যখন আবির্ভূত হয়েছেন, তখন তাঁরা সেখানে সমগ্র মানব-চেতনাকেই যেন তুলে ধরেছেন—এবং মানবজাতির পক্ষে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগতভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঊর্দ্ধতর চেতনায় উত্তীর্ণ হবার সম্ভাবনাকে সহজ, এমন কি অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছেন।

অতীতে যুগ-যুগান্তরে দেশ-দেশান্তরে মহাপুরুষদের ব্যক্তিগত তপস্যার ফলে, এবং তৎ-জনিত বা তৎ-সহিত প্রকৃতির একটা নিগূঢ় ক্রমপরিণতির ফলে, বর্ত্তমানে আজ মানবজাতির চেতনায় এবং বহির্জীবনধারাতেও একটা আমূল পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা এসেছে। এই শুভ সন্ধিক্ষণে ও সন্ধিস্থলে আমরা যারা এসে মিলেছি, আমাদের দেখতে হবে, বুঝতে হবে, আমাদের ব্যক্তিগত সাধনার ভিতর দিয়ে সমবেত মানব-চেতনারই সাধনা চলেছে, আমাদের সত্তাকে আশ্রয় করে ভর করে, সমগ্রভাবে মানবসত্তা ঊর্দ্ধতর পদবীতে উঠে দাঁড়াবার জন্য সচেষ্ট। আমাদের সাধনার বৃহত্তর অর্থ এই দিক দিয়ে, আমাদের কর্ত্তব্য ও ব্রত এই দিক দিয়ে।

সাধনায় আমাদের যদি ব্যক্তিগত কিছু লাভ বা সার্থকতা এসে থাকে, তবে বুঝতে হবে তা মানবজাতির, মানবজাতির সমবেত সত্তার ও চেতনার সাধারণ সম্পত্তিরূপে এসেছে। আর ব্যক্তিগতভাবে আমাদের যেখানে যে ব্যর্থতা বা স্খলন হয়েছে, বুঝতে হবে সেটিও হল মানবপ্রকৃতিরই সাধারণ দুর্ব্বলতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—আমাদের ব্যক্তিগত আস্পৃহা সজ্ঞানতা ও সামর্থ্যের ভিতর দিয়ে সে-দুর্ব্বলতা আপনাকে সংশোধন করতে, সবলতায় রূপান্তরিত হতে চেষ্টা করছে। ভগবানের শক্তি ও করুণা সাধারণভাবে নিশ্চয়ই সর্ব্বত্র রয়েছে ও কাজ করে চলেছে—কিন্তু এ হল নিত্যনৈমিত্তিক গতির কথা। তা ছাড়াও আছে ও হতে পারে, বিশেষ ও দ্রুততর গতি—আশু এবং আত্যন্তিক পরিবর্ত্তনের বেগ—এরই জন্য ব্যক্তিবিশেষের আবির্ভাব—অবতার, মহাপুরুষ, সিদ্ধ ও সাধকমণ্ডলীর প্রয়োজন।

প্রকৃতির মধ্যে একটা ক্রমপ্রগতির ফলে যেমন মানবজাতির উদ্ভব হয়েছে, তেমনি মানবজাতির মধ্যে তার সংহত চেতনার মধ্যে সমবেতভাবে একটা প্রয়াস চলেছে যাতে নূতনতর ঊর্দ্ধতর জীবনে আপনাকে ঢেলে গড়তে পারে—তবে সে প্রয়াস অজ্ঞানাবৃত, বিঘ্নবহুল, মন্থর। এই সর্ব্ব-সাধারণ পরিবেশের মধ্যেই আবার সজ্ঞান ব্যক্তিগোষ্ঠীর—সাধকমণ্ডলীর উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং এই মণ্ডলী বা গোষ্ঠীর অন্তর্গত ব্যষ্টির—প্রত্যেক সাধকের—সাধনা ও প্রয়াসের আসল মূল্য ও সার্থকতা সকলের মানব-সাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যেকের প্রয়াস প্রত্যেকের প্রয়াসের সঙ্গে সংযুক্ত—কারণ আমরা সকলে একই মানবপ্রকৃতির অঙ্গীভূত এবং তার মধ্যে একই ঊর্দ্ধতন শক্তি কাজ করে চলেছে—তাই এখানে কেউ অতিরিক্ত দূরে এগিয়ে যেতে পারে না, কিম্বা অতিরিক্ত পিছনেও পড়ে থাকতে পারে না। অতিরিক্ত দূরে কেউ যদি এগিয়ে চলেই যেতে চায়, তবে তার গতি হবে নির্ব্বাণের দিকে; আর অতিরিক্ত পিছনে যদি কেউ পড়ে থাকে তবে তাকেও চলে যেতে হবে আর এক নির্ব্বাণের দিকে, বিপরীত দিকে—প্রাকৃত-লয়ের মধ্যে। আমাদের সাধনায় তাই লক্ষ্য করবার আছে দুইটি মোটা রকমের ধারা। একদিকে ব্যক্তিগত ভাবে যেখানে আমাদের একান্ত মানুষ-ভাব—এদিক দিয়ে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, বহুবিধ দুর্ব্বলতার আবিষ্কার ও সাক্ষাৎ-কার হবে, আর কেবল রকমারি নয়, তার চরম মাত্রা পর্য্যন্ত দেখা দিতে পারে। মানবপ্রকৃতির আমূল চরম পরিবর্ত্তন যখন লক্ষ্য তখন তার মূলস্থ আত্যন্তিক দুর্ব্বলতা সব বাহিরে এনে ধরা দরকার, যাতে তাদের প্রতিকার হয়—লুকিয়ে রাখলে তার পরিবর্ত্তনের কোন সম্ভাবনা নাই। তাই অপ্রত্যাশিত দুর্ব্বলতার আবির্ভাবে সাধকের আতঙ্কিত হলে চলবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই গেল একদিকের ধারা। অন্যদিকের কথা হল, তোমার মধ্যে আবার সবল যে বস্তুটি তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে, তার বৃদ্ধি সাধন করতে হবে। এই সবল বস্তুটি ব্যক্তিগত-ভাবে তোমার অন্তরতম দিব্য চৈত্য-সত্তা, তোমার সত্যকার ভাগবত স্বরূপ ত বটেই, তা ছাড়াও, তোমার আরও গভীরে পশ্চাতে সে-স্বরূপকেও ধরে রয়েছে, সমর্থ ও প্রোজ্জ্বল করে তুলেছে যে অন্তর্যামী ভগবান, যে ভাগবতী শক্তি ; এবং পরি-শেষে এই আন্তর দিব্যসত্তা ও এই নিভৃত ভগবান বাহিরে মূর্ত্ত হয়েছে যে যুগ-বিভূতি বা জগৎগুরু রূপে। পার্থিব লীলাক্ষেত্রে সাধারণ মানবচেতনা যেমন তোমার আমার মধ্যে ব্যক্তিগত আকার নিয়ে শরীরী হয়েছে, তেমনি অসীম অনন্ত ভাগবত চেতনার ও স্থূল ব্যক্তি-দেহ ধারণ করবার প্রয়োজন আছে—সে রহস্যের কথা আমরা অন্যত্র বলেছি।

এক হিসাবে তাই তুমি হলে দুর্ব্বলতার অজ্ঞানের আকর, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে তুমি সর্ব্বশক্তিময় চিন্ময় ভাগবত জীব। মানব আধারে, মানুষের ব্যষ্টি-সত্তায় চেতনার এই দুই প্রান্তের সংযোগ ও সঙ্গম হয়েছে, যাতে নিম্নতন প্রান্তটি—প্রাকৃত প্রকৃতিটি—পরিশুদ্ধ ও পরিবর্ত্তিত হয়, ঊর্দ্ধতন প্রান্তের—দিব্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতির—সারূপ্য ও সাধর্ম্ম্য লাভ করে, যাতে মানব-আধার ভগবানের যন্ত্র, দেবতার বিগ্রহ হয়ে উঠতে পারে। আর এ-কাজ সম্ভব, আমরা গোড়ায় বলেছি, ব্যক্তিগত আধারের মধ্যে ব্যক্তিগত সজ্ঞান প্রয়াস ও সাধনার ফলে, ব্যক্তি ভাগবত-শক্তির কেন্দ্র ও যন্ত্র হয়ে ওঠার ফলে।

প্রাকৃত স্তরে সাধারণ চেতনায় আমাদের ব্যক্তিত্ব হল সার্ব্বভৌমিক প্রকৃতির অঙ্গ ও অংশ, তারই একটা তরঙ্গ ও বুদ্বুদ। কেউ কারো থেকে পৃথক নয়, পরস্পরের মধ্যে কোথাও কোন প্রাচীর নেই—আছে এক সার্ব্বভৌমিক মন, আছে এক সার্ব্বভৌমিক প্রাণ, আছে এক সার্ব্বভৌমিক দেহায়তন, একই বৃহৎ ধারা বয়ে চলেছে সর্ব্বত্র সকলের মধ্য দিয়ে। একটি ধারার একটি অংশকে কেটে বা বাদ দিয়ে যখন বলি এটি একান্ত আমার বৃত্তি, তখন তা হল বলবার ধরণ মাত্র, এমন কি, দেখবার ভুল। কিন্তু ভাগবত চেতনায় যখন উঠে যাই—বা উঠতে চেষ্টা করি তখনও দেখি সেই একই সত্য। সকল ব্যক্তির মধ্যে, পৃথক ভাবে সমবেত ভাবে একই ভাগবতী দিব্যশক্তি রয়েছে—পরাশক্তির চেতনা, তারই তরঙ্গ রূপায়ণ রয়েছে—নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—এখানেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃথক পৃথক ব্যক্তি বা ব্যষ্টিসত্তা কিছু নাই, বা তাদের পৃথক নিজস্ব মূল্য মর্য্যাদা নাই। প্রত্যেকের সাধনা ও সিদ্ধি প্রত্যেকের সকলের সাধনা ও সিদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত—এই হল বিশ্বযজ্ঞের ধর্ম্ম।

একটা চরম নম্রতা ও নতি, পূর্ণ নিরহঙ্কার, একান্ত আত্মবিলোপ প্রয়োজন আমাদের মহাব্রতে। ব্যক্তিগত লাভের জন্য—তা পরম আধ্যাত্মিক লাভই হোক না কেন—আমরা কিছু করি না, কিছু করবার উপায় আমাদের নেই। আমরা হলাম যেন নারায়ণী সেনা—আমাদের সকলকে চলতে হবে সমান তালে সমান বেগে—ব্যক্তিগত বিশেষ সিদ্ধি বা পদ বা মর্য্যাদার স্থান এখানে নেই। আমাদের মন্ত্র—"যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" ব্যক্তিগত সার্থকতার স্পৃহাকেও অতিক্রম করে যেতে হবে—আমাদের অঙ্গীভূত হয়ে যেতে হবে একটা সর্ব্বব্যাপী মহাসত্যের মধ্যে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসত্য নয়, সত্যের পথে

সমগ্র মানুষটিকে যদি পরিবর্ত্তিত রূপান্তরিত করতে হয়, তবে সে পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর ঘটাতে হবে তিনটি ক্ষেত্রে, তিনটি কর্ম্মধারায়। প্রথম মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত আত্ম-গত ক্ষেত্রে, তার নিজের চেতনায় চরিত্রে স্বভাবে, নিজের সঙ্গে তার নিজের যে সম্বন্ধ তার মধ্যে। দ্বিতীয় প্রত্যেক ব্যক্তির কেবল নিজের সঙ্গে নয়, অন্যান্যের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে যে সম্বন্ধ যে আদানপ্রদান সেখানেও প্রয়োজন নূতন বিধি-ব্যবস্থা, নূতন প্রেরণা নূতন সার্থকতা। তারপর তৃতীয়ত প্রয়োজন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির নিজের নয়, ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীরও কেবল নয়, গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর, সমবায় হিসাবে পরস্পরে যে সম্বন্ধ সেখানেও—গঠনে ও চলনে—একটা আমূল পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর।

শ্রীমা আমাদের নববর্ষের প্রার্থনায় এই শেষোক্ত—ও চরম পরিবর্ত্তনের যে সময় এসেছে সেই কথা বলেছেন। আর এই কার্য্যটি যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন তা জেনেও এরই জন্য চেষ্টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে হবে, নতুবা, এই পরিবর্ত্তনটি না হলে মানুষের পার্থিব জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হবে না। সব চেয়ে কঠিন বলছি এইজন্য যে এখানেই মানুষ সর্ব্বতোভাবে বহির্ম্মুখী এবং দায়িত্বশূন্য এবং এই ক্ষেত্রের ব্যাপ্তি ও পরিসর সর্ব্বাপেক্ষা বেশি—এরই কাঠামে মানুষের অন্যান্য জীবনধারা সংগ্রথিত। সর্ব্বাপেক্ষা বহির্ম্মুখী ও সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক বলেই আবার এখানে পরিবর্ত্তন অর্থ মানুষের ও তার সমাজের পূর্ণ পরিবর্ত্তন।

মানুষকে—অর্থাৎ মানুষ যদি চায় সুন্দরতর, সুষ্ঠুতর, বৃহত্তর, মহত্তর জীবন, তবে তাকে সর্ব্বপ্রথম নিজের মধ্যে নিজের, ব্যক্তিগতভাবে, চেতনার মুখ ফেরাতে হবে, অজ্ঞানের অন্ধকারের দিকে নয়, জ্যোতির দিকে তাকে নিয়ে যেতে হবে; এই জ্যোতির ধারায় তাকে নূতন করে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের আদর্শ লক্ষ্য যদি হয় ভাগবত জীবন তবে আমাদের সমগ্র চেতনাকে সত্তাকে ভগবৎময় হয়ে উঠতে হবে। মনে ফুটে উঠবে দিব্যজ্ঞানের ছক ও ছটা, প্রাণে জাগবে দিব্যপ্রেরণার ধারা, দেহে রূপ নেবে অমর্ত্ত্যলোকের গুণ ও বৃত্তি। এই চরম সত্যে না পৌঁছিলে মানুষের স্বস্তি নাই, তৃপ্তি নাই, সমস্যার মীমাংসা নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে ব্যক্তিগতভাবে এই শুদ্ধি ও সিদ্ধিটি ন্যূনাধিক আয়ত্ত হলেও, অনায়াসে আয়ত্ত হয় না পরের ধাপটি। নিজের মধ্যে নিজে যখন রয়েছি, একাগ্রতা তখন অপেক্ষাকৃত সহজ, অন্তরে ঊর্দ্ধতর চেতনায় প্রতিষ্ঠিত থাকা সুকঠিন নয়—কিন্তু যখন আর সকলকে নিয়ে আর সকলের মধ্যে রয়েছি, তখন বহু নূতন সম্বন্ধের নূতন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্বীকার করে নিয়েছি। ব্যক্তির এই বহির্মুখী জীবনেও চাই পরিবর্ত্তন, তবে তা কঠিন এই জন্য যে এক্ষেত্রে ব্যক্তির চেতনা বাস্তবিকই বাহিরের দিকে চলে এসেছে এবং নীচে নেমে গিয়েছে ; এবং স্বভাবতই সে-চেতনা থাকে এই বহির্মুখী ও নিম্নতর পর্দ্দায়। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ খুবই বিরল, আর ব্যক্তির যখন বহুতর ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ সেখানে আদান-প্রদান সচরাচর ঐন্দ্রিয়িক লৌকিক ব্যবহারেই পর্য্যবসিত। তাই ত দেখা যায় মানুষ একক যখন তখন যে-চেতনা তার সহজলভ্য, দলের মধ্যে দলের চেতনায় তা সুদূর হয়ে ওঠে। গণগত মনের (mass mind) এই বৈশিষ্ট্য আমাদের খুবই পরিচিত জিনিষ। গণমন অন্ধ আবেগময় সংস্কার-চালিত, তা ধর্ম্মের জন্য হোক আর অধর্ম্মের জন্য হোক—উভয়ত্রই বৃত্তির মূলস্বরূপ এক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে যা হোক, চেতনার পর্দ্দা আরও নেমে আসে, যখন ব্যক্তির কথা আর নাই, আদান-প্রদান যখন চলে গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর—সম্বন্ধ এখানে আরও বহির্ম্মুখী, আরও নিম্নতন, চেতনার ক্রিয়া আরো রূঢ় ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন। প্রসঙ্গতঃ একটি উদাহরণ আমরা দিতে পারি—আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমান-জাতির কথা। ব্যক্তিগতভাবে দেখা যায় অনেক হিন্দুর রয়েছে মুসলমান বন্ধু এবং অনেক মুসলমানের রয়েছে হিন্দু বন্ধু এবং পরস্পরের সম্বন্ধ আদান-প্রদান সদ্ভাবময় প্রীতিপূর্ণ। তৎসত্ত্বেও আবার দেখা যায় দলে পড়ে সেই একই হিন্দু-মুসলমান গ্রহণ করেছে অন্যমূর্ত্তি। তাই সমগ্রভাবে সমাজে সমাজে যতদিন সামঞ্জস্য ও ঐক্য না ঘটছে, ততদিন মানুষের মানব-জাতির জীবন সম্পূর্ণ সার্থক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠবে না।

কিন্তু একই দেশের বিভিন্ন সমাজ বা জাতি বা ধর্ম্মের মধ্যে একটা ঐক্য ও মিলন অনেকটা সম্ভব হয়েছে (এক ভারতবর্ষ ছাড়া হয় ত), কিন্তু যে জিনিষটা এখনও একরকম আদৌ সম্ভব হয় নাই তা হল রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, বিভিন্ন দেশ বা নেশনের মধ্যে পরস্পরে সদ্ভাব, মিলন, ঐক্য। একটি নেশন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর একটি নেশনের বন্ধু বা মিত্র বা সহায় হয় আপদকালে, যখন একই শত্রুর বিরুদ্ধে তুজনকে দাঁড়াতে হয়, নতুবা নেশনে নেশনে স্বাভাবিক সম্বন্ধ হল শত্রুতার, প্রতিযোগিতার, "সশস্ত্র নিরপেক্ষতা"র।

এই অবস্থা পরিবর্ত্তন করবার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা এসেছে মানুষের চেতনায়, অনেক রাষ্ট্রীয় নেতা এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করেছেন, কার্য্যতঃও সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু স্থায়ী কিছু গড়ে ওঠে নাই—স্থায়ী কিছু করবার ঠিক ঠিক রাস্তাও মিলেছে কি না সন্দেহ।

কিন্তু পথ যে পাওয়া যাচ্ছে না, অথবা পথের ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও পথে উঠবার মত বা চলবার মত সামর্থ্য বা অবকাশ পাওয়া যাচ্ছে না, সেদিকে সত্যকার সাফল্য যে লাভ হচ্ছে না, তার কারণ আমরা দৃষ্টি দিয়েছি বাহিরের বন্দোবস্তের উপর, আইন কানুনের ছকের উপর। কিন্তু আসল দরকার ভিতরের চেতনার ও প্রেরণার পরিবর্ত্তন। সমবেত সত্তার যে গতানুগতিক বৃত্তি, যে গতি-ধারা তার মোড় ফেরান। কিন্তু তা সম্ভব কি রকমে? এখানে সেই চিরপরিচিত মন্ত্রটির কথা ওঠে—change of heart; কিন্তু একটা সঙ্ঘের সমবায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোষ্ঠীর মর্ম্ম কোথায়, কি ভাবে তাকে স্পর্শ করতে হয়, দ্রবীভূত করতে হয়! একটি ব্যক্তির পক্ষে আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী না হয়ে পরহিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া সম্ভব বুঝতে পারি—একটা নেশনের, দেশের, রাষ্ট্রের পক্ষে কি রকমে তা সম্ভব?

নেশনকে পরহিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠতে হবে, মীমাংসাটি ঠিক তা নয়। ব্যক্তির পক্ষেও আমরা সে নির্দ্দেশ দেই না। আমরা বলি (ব্যষ্টির মত) সমষ্টিরও আছে একটা জীবনধারা, নিভৃত জীবনধারা—সেখানে পরিবর্ত্তন চলে এইজন্য, যে সে-জীবনধারা অতীতে গড়ে উঠেছে—অভ্যাস পরম্পরায়, এবং নূতন অভ্যাস পরম্পরায় নূতন জীবনধারা তৈরী হওয়া খুবই সম্ভব।

এই নূতন ধারা আরম্ভ হবে কি রকমে, কোন্ মন্ত্র নিয়ে শ্রীমা সেই নির্দ্দেশ দিয়েছেন। প্রথম কথা নূতনের বাধা কোথায়, তাই আগে দেখতে হবে। বাধা হল এই বর্ত্তমান অবস্থা বা ঘটনার আবর্ত্তনে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে অসরলতা আর মিথ্যাচারের উপর। আত্মরক্ষা ত বটেই, উপরন্ত আত্মবিস্তৃতি, কর্ত্তৃত্ব, জিগীষা—এই হল রাষ্ট্রের নেশনের ধর্ম্ম ও লক্ষ্য। "অয়মহং ভোঃ" যেখানে মন্ত্র, সেখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যেকের আশঙ্কা সন্দেহ প্রত্যেকের উপর। ছল—সাধু-ভাষায় যাকে বলে মন্ত্রগুপ্তি—অর্থাৎ সত্যকে গোপন করাই সেখানে কর্ম্মসিদ্ধির প্রধান উপায় বলে গ্রহণ করা হয়। এই ব্যবস্থার রীতিনীতির চরম প্রকাশ হল হিটলারীতন্ত্র। বলা যেতে পারে মানুষের রাষ্ট্রীয় চেতনায় যে বিষ ক্রমে জমে উঠেছিল, তাই সংহত হয়ে মুখ নিয়ে বিস্ফোটকরূপে দেখা দিয়েছে এই "নাজী-তন্ত্রে"। আমরা যারা এই বিষ সম্বন্ধে সজাগ হয়েছি, আমরা যারা প্রাণপণ করেছি এই পাপ মানুষের সমাজ থেকে রূঢ় অস্ত্রোপচারে উৎপাটিত করতে, আমাদের সতর্ক হতে হবে সে পাপ যেন অন্য মূর্ত্তি ধরে বা অন্য দিক দিয়ে আমাদের মধ্যে আবার প্রবেশ না করে।

মিথ্যার মোহকে দূর করতে হবে। আমাদের বিশ্বাস হয়ে গিয়েছে মিথ্যা ও ভেজাল ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য হয় না যেমন, তেমন রাজনীতিও হয় না। সঙ্ঘগত চেতনার অর্থাৎ সম্মোহের উপর আঘাত দিতে হবে ঠিক এই দিক দিয়ে এইখানটায়। সৃষ্টির এই সন্ধিক্ষণে শ্রীমার নির্দ্দেশ তাই—মিথ্যাচারকে দূর করতে হবে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে নেশনে নেশনে সম্বন্ধ ও আদান-প্রদান গড়ে তুলতে হবে সত্যের উপর। তার অর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেবল সত্যভাষণ নয়, চাই সত্য দর্শন ও সত্য আচরণ। প্রথমে প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠা—অর্থাৎ সত্য-যা তাকে জানবার আকাঙ্ক্ষা ও আস্পৃহা, সেই সত্যকে ভালবাসা, তাতেই আনন্দলাভ করা এবং কর্ম্মে, প্রেরণায়, চিন্তায় প্রতিনিয়ত তাকে প্রকাশ করা। এই সত্যনিষ্ঠা থাকলে পরে, মনের চিত্তের ও চেতনার এই রকম ভাব ও আবহাওয়ার মধ্যেই ফুটে উঠতে পারে আসল আন্তর সত্যের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি। এই ভিতরকার সত্যের সহজ ধর্ম্ম হল সামঞ্জস্য সমন্বয় এবং তা যেখানে সেখানে অস্বাচ্ছন্দ্য ক্লিষ্টতা কিছু থাকতে পারে না। লোভাতুর হয়ে প্রতিযোগের পথ ধরে নয়, মানুষ যদি সত্য প্রয়োজনের প্রেরণায় সহযোগের মৈত্রীর পথে চলে তবে দেখতে পাবে, লাভলোকসানের খতিয়ান করেই দেখতে পাবে, তার লোকসান কিছুমাত্র হয়নি, লাভই হয়েছে যথেষ্ট। লোভের বুভুক্ষার পথে যে লাভ হত বা হত না তার চেয়ে বহুগুণে লাভ হয়েছে সংযমের, যথাযথ বণ্টনের পথে।

এখন প্রশ্ন রাষ্ট্রের, নেশনের, একটা বৃহৎ গোষ্ঠীর জীবন-ধারায় সত্যনিষ্ঠা কি করে আনা যায়। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলেছি, তা সম্ভব অভ্যাসের ফলে। একটা কুঅভ্যাস চলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসেছে, তার পরিবর্ত্তে নূতন অভ্যাস করতে হবে। নূতন অভ্যাস অনভ্যস্ত বলে গোড়ায় কিছুকাল অস্বস্তিকর বোধ হতে পারে, কিন্তু দৃঢ়তার অধ্যবসায়ের ফলে তা অচিরেই সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

এখানে ব্যষ্টির, ব্যক্তিত্বের মাহাত্ম্য-রহস্য কিছু অনুধাবন করতে হয়। রাষ্ট্রের নেশনের চেতনা মতিগতি ফেরাতে হলে রাষ্ট্রপতির, নেশনের নেতৃবৃন্দের চেতনা ও মতিগতির পরিবর্ত্তন আগে চাই। তাঁদের উপর এই দায়িত্ব—শ্রেষ্ঠদের আচরণ অনুসরণ করেই চলে সর্ব্বসাধারণ। তাঁরা হলেন সকলের সমবেত জীবনের প্রতিভূ, মুখপাত্র—কেন্দ্রীভূত সত্তা ও চেতনা ও শক্তি।

নূতন একটা গোষ্ঠীশক্তির সৃষ্টি হয় ব্যক্তি-শক্তিরই হাতে —অন্ততঃ তাঁর মধ্যে প্রস্ফুট হয়, তাঁর সচেতন প্রতিভাকে আশ্রয় করে যন্ত্র করে প্রকট হয় কার্য্যকরী হয় সার্থক হয় যে শক্তি বিস্তৃত বিক্ষিপ্ত অস্ফুট। শিবাজী, গুরুগোবিন্দ, নেপোলিয়ন, এই সব বিভূতিদের নিজস্ব পৃথক একটা ব্যক্তিসত্তা নাই। আজকালও দেখি না কি চার্চ্চিল বা রুজভেল্ট বা ষ্টালীন কি হুগোল এঁরা একটা দল বা রাজনৈতিক মতবাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা সম্প্রদায়ের নেতা নন, এঁরা সমগ্র দেশ-চেতনার বিগ্রহ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এঁদের চেতনা ও প্রেরণাই দেশের চেতনা প্রেরণাকে প্রবুদ্ধ করছে, গঠিত করছে, পরিচালিত করছে। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে গান্ধীজীর স্থানও অনুরূপ।

সুতরাং রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যে নূতন সম্বন্ধ আমরা চাই, তার স্বরূপ কতখানি প্রতিফলিত জাগ্রত হয়েছে দেশনায়কদের মধ্যে তা দেখতে হবে। প্রথমে, নেতা যাঁরা অর্থাৎ নবস্রষ্টা যাঁরা তাঁদের দৃষ্টি হবে সত্যসন্ধ। তাঁদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা, মানবজাতির পক্ষে কোন ব্যবস্থা বর্ত্তমানে প্রয়োজন, প্রকৃতির ক্রমগতির ধারায় এখন কোন সত্য ফুটে উঠতে চলেছে, তা দেখেছেন জেনেছেন কি না—একান্ত ব্যক্তিগত মনগড়া খেয়ালী কল্পনা নয় পরন্তু পার্থিব শক্তিসঙ্ঘাত ঘটনাবলীর কোন দিব্য-সত্যকে প্রস্ফুট করতে চলেছে তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে কি না। এই চাপরাশ ছাড়া সত্যকার নেতা হয় না।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে যাঁদের এই সত্যদৃষ্টি ছিল, যাঁরা দিতে পারতেন সত্যের ও মঙ্গলের বিধান, তাঁদের বলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হত ব্রাহ্মণ। সমাজ-শৃঙ্খলার পরিচালনার ব্যবস্থা তাঁরা দিতেন, সমাজের নবসৃষ্টির পরিকল্পনা তাঁদের জ্যোতির্ম্ময় চেতনা হতে উৎসারিত। ব্রাহ্মণের মৌলিক অর্থ হল যিনি ব্রহ্মবিৎ—মূল সত্যকে যিনি দেখেছেন পেয়েছেন। পৌরাণিক যুগে—এই আধ্যাত্মিক অর্থ এক পর্দ্দা নীচে নেমে আসে—ব্রাহ্মণের পরিচয় তখন হল কতকগুলি নৈতিক সদ্‌গুণাবলী। পরে যখন ঘোর কলি এল তখন ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা আরও হ্রাস পেয়েছে, কারণ তা হয়েছে কেবল একটা বংশগত ব্যাপার, আন্তর চেতনার নয় শারীর রক্তের কথা।

সেই রকম ব্রাহ্মণের সত্য বিধানকে কার্য্যতঃ প্রয়োগ করত যারা, কার্য্যতঃ প্রয়োগ করবার সুযোগ-সুবিধা করে দেয় যারা তারা হল ক্ষাত্রশক্তি, তাদের প্রধান রাজা। প্রাচীনকালে রাজাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হয়েছে—রাজা হলেন ধর্ম্মের গোপ্তা, Defender of Faith। পাশ্চাত্য রাজার Divine Rightএর কথা বলা হয়েছে—আমাদের দেশেও বলা হয়েছে—রাজা অষ্টসুরেন্দ্রের মাত্রায় গঠিত। ব্রাহ্মণের মত রাজারও পদস্খলন ঘটেছে—তাঁর আন্তর চেতনার ধর্ম্মের ক্রমসঙ্কুচন হয়ে চলেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মানবের নবসমাজের সৃষ্টির জন্য তাই প্রয়োজন নবব্রাহ্মণ, নবক্ষত্রিয়শক্তি, নবরাজশক্তি। প্রাচীন ইহুদীদের এই অনুভব ছিল যে তারা হল ভগবানের প্রিয় জাতি, তাদের গোষ্ঠীর মধ্যে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ, তারা মানবজাতির অগ্রণী আদর্শ—তাদের চেতনা ও জীবন যাঁকে ঘিরে যাঁর প্রভাবে বিকশিত সংগঠিত হয়ে উঠেছিল তাঁর নাম তারা দিয়েছে—Prophet, Judge, King.

আধুনিক যুগে মানব-চেতনা সাধারণভাবে প্রাচীনের তুলনায় হয়ত বেশি সজাগ হয়েছে। তাই আমরা আশা করতে পারি দেশে দেশে যদি বিভূতি-সদৃশ নেতা না জন্মগ্রহণ করে তবুও এমন বহুসংখ্যক ব্যক্তি মিলবে যাদের নূতন মন ও প্রাণ, দৃষ্টি ও প্রেরণা নিয়ে চলবে সত্যের নবসৃষ্টির পথে। এমন যাদের সাহস থাকবে, ধৈর্য্য থাকবে, নিষ্ঠা থাকবে যে মিথ্যার রাজত্বের মধ্যে তারা সত্যেরই আলোকে চলবে, সত্যকেই তিলে তিলে প্রতিষ্ঠা করবে সমবেত চেতনার ক্ষেত্রে। আমরা বিশ্বাস করি তবে সমস্ত মিথ্যার অভ্যাসের ভিতর দিয়েই সমবেত চেতনা অন্ধভাবে গুপ্তভাবে একটা সত্যকার সত্যকেই আবিষ্কার করতে, আলিঙ্গন করতে বর্ত্তমান যুগে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়াসী। তাকে পথ দেখিয়ে ঠিক দিকে নিয়ে যাওয়াই নেতার, দিশারীর কাজ! যে নেতা যে দিশারী এ কাজ করতে পারবে না তার স্থান ভবিষ্যতে নাই।

আর মানবের পক্ষে এমন নেতা বা দিশারী হওয়া যদি অসম্ভবই হয়, তবুও আমরা যেন স্থির জানি কাজ ঠেকে থেমে থাকবে না। প্রয়োজন হলে ভগবান ভাগবতী শক্তি স্বয়ং নেমে আসবেন এই নেতা এই দিশারী হয়ে। এই মহা সত্যের পাশে যাতে আমরা দাঁড়াতে পারি সেজন্য এখন থেকেই সর্ব্বতোভাবে যেন সত্যসন্ধ হয়ে উঠি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমর্পণ ও সহযোগ

"তোমার সমর্পণ হবে স্বেচ্ছাকৃত স্বচ্ছন্দ—সজীব সত্তার সমর্পণ—জড় পুত্তলিকার, অসহায় যন্ত্রের সমর্পণ নয়।… তামসিক নিশ্চেষ্টতাকে সর্ব্বদাই সত্যকার সমর্পণ বলে ভুল করা হয়; কিন্তু তামসিক নিশ্চেষ্টতা থেকে সত্যবান শক্তিমান কিছু উদ্ভব হয় না—ও-জিনিষ হল প্রকৃতির তামসিক অকর্ত্তৃত্ব …ভাগবতী শক্তি যাতে কাজ করতে পারে তার জন্য চাই সেই সমর্পণ যা সানন্দ সমর্থ সহযোগী—চাই সত্যের জ্ঞানদীপ্ত শিষ্যের আনুগত্য, চাই সেই আনুগত্য যার কল্যাণে আমাদের অন্তর্যোদ্ধা মিথ্যার তামসিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলে, চাই ভগবানের একনিষ্ঠ সেবক-কর্ম্মীর আনুগত্য।"—"মা",

শ্রীঅরবিন্দ।

ভগবানকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করতে হবে—আমার সকল কর্ম্মকে সকল বৃত্তিকে, আমার সমগ্র আমিত্বকে। আমার বা আমি বলে কিছু থাকবে না—আমার পরিবর্ত্তে থাকবেন কেবল ভগবান, তিনিই যা দরকার করে যাবেন, আমি নাস্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথাটি সত্য—কিন্তু আবার সবখানি সত্যও ঠিক নয়। আমি নাস্তি বললেই আমি নাস্তি হয়ে যাব না; অথবা হাত-পা গুটিয়ে, আমি কিছু করব না বলে যদি স্থাণুবৎ বসে যেতে চাই, তা হলেও 'আমি' যে ক্ষয় বা লয়প্রাপ্ত হবে তাও নয়। যদি এ রকম সঙ্কল্প করি যে নিজে আর কর্ম্মের আরম্ভ-উদ্যোগ কিছু করব না, একেবারে নিশ্চেষ্ট থাকব—ভগবানের প্রেরণা পেলে, আদেশ পেলে তবে কাজ সুরু করব, তা হলে কার্য্যতঃ দেখা যাবে ভগবানের প্রেরণা বা আদেশ কোন দিনই আসছে না (আমি বলছি তোমার আমার মত সাধারণ মানুষের কথা—বুদ্ধদেবের কথা আলাদা) এবং যদি প্রেরণা বা আদেশ আসে, তবে তা ভগবানের নয়, অন্যত্র কোথাও হতে আসতে পারে। শুধু তাই নয়, যদি সজ্ঞান হই যদি আত্ম-নিরীক্ষণ করি তবে দেখতে পাব, এই তথা-কথিত নিশ্চেষ্ট অবস্থাতেও এমন অনেক কাজই করতে হয়—কারণ জীবন-ধারণ করা অর্থই কর্ম্ম করা, যেমন আহার-বিহার, আচরণ-বিচরণ-আলাপন—যে-গুলি সম্বন্ধে বলা চলে না যে ভগবান সে সব করছেন কিম্বা ভগবানের সাক্ষাৎ আদেশ বা নিয়োগ অনুসারে আমরা করছি। সজ্ঞানে স্বেচ্ছাকৃত যদিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা না থাকে, থাকে কেবল অনিচ্ছাকৃত সহজাত বা স্বতোৎসারিত কর্ম্মধারা এ রকম অবস্থাকেও নিরহঙ্কারের অকর্ত্তার অবস্থা বলা যায় না। এখানে প্রকৃতি বা স্বভাব বা অভ্যাস যন্ত্রবৎ কাজ করে চলেছে; আমার সজ্ঞান কর্ত্তৃত্বের ব্যতিরেকে। কিন্তু জেনে রাখা ভাল এ হল ন্যূনাধিক তামসিক অবস্থা— আমি বা অহংবোধের কর্ত্তৃত্ব অথবা আমি ও অহং-এর কর্ত্তৃত্ব-বোধ এখানেও রয়েছে তবে আচ্ছন্ন ও প্রছন্ন ভাবে।

অহংকে কর্ত্তৃত্ববোধকে এ রকমে পাশ কাটিয়ে— by-pass করে—চলে যাওয়া যায় না। চলে গেলে সে থাকে স্তিমিত স্থগিত বা সুপ্ত-ভাবে, কিন্তু তখনও তার প্রভাব তার ছায়া কর্ম্মের উপর চেতনার উপর থেকেই যায়। তা নয়, অহংবোধকে কর্ত্তৃত্ববোধকে কাজে লাগিয়ে, সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করে, পৈঠা বা পাদপীঠ হিসাবে ব্যবহার করে তবে তাকে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে হবে—তাকে একপাশে সরিয়ে রেখে, চাপা দিয়ে নয়। মানুষের মধ্যে এই অঙ্গ বা বৃত্তিটি যে প্রকাশ পেয়েছে, তার হেতু আছে, প্রয়োজন আছে, সার্থকতা আছে —যদিও একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা ও সীমানার মধ্যে। মানবেতর জীব বা সত্তা হল প্রকৃতির হাতে অবশ যন্ত্র—প্রকৃতিরই নিজস্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অঙ্গ, তার পৃথক অস্তিত্ব নাই, পৃথক ধর্ম্ম বা কর্ম্ম নাই, প্রকৃতির কর্ম্মধারারই মধ্যে আপনাকে মিশিয়ে দিয়ে চলে—সাগরের বুকে তরঙ্গ যেমন। কিন্তু মানুষে দেখা দিয়েছে অহং, প্রকৃতির অধীন হয়ে আর থাকা নয়, সে চায় তার প্রভু তার কর্ত্তা হয়ে উঠে দাঁড়াতে—কতদূর সক্ষম হবে, তা আলাদা কথা, কিন্তু মানুষের প্রয়াস এই, লক্ষ্য এই, ব্রত এই।

ভগবানের মধ্যে, ঊর্দ্ধতর চেতনার মধ্যে উঠে দাঁড়াবার জন্যে যখন বলা হয় এ অহং হল বাধা একে বলি দিতে হবে, কি একে অতিক্রম করে যেতে হবে, তার অর্থ প্রথমতঃ একে নিয়োগ করতে হবে সেই উর্দ্ধতর ভাগবত চেতনার সেবায়, তাকে নিশ্চেষ্ট করে নয়, বরং তার চেষ্টার মোড় ফিরিয়ে নূতন লক্ষ্যের দিকে চালাতে হবে। আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে যে কাজ করি, জীবনের ক্ষেত্রে অহরহ যে সজাগ সতর্ক গ্রহণ-বর্জ্জন করে চলতে হয়, যে স্বচ্ছন্দ বুদ্ধি ও স্বতন্ত্র ইচ্ছা তখন আমাদের আশ্রয় ও যন্ত্র তাদের অকস্মাৎ কিছু বিলোপ করা সম্ভব হয় না, প্রয়োজনও হয় না, এবং তা যুক্তিযুক্তও নয়। এ সমস্তকেই রাখতে হবে, প্রয়োগ করতে হবে কিন্তু উদ্দেশ্য থাকবে সঙ্কল্প থাকবে যাতে এরা সব পরিশুদ্ধ উর্দ্ধায়িত হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠতে পারে, হয়ে উঠতে পারে, ভগবানের, ভাগবত চেতনার বাহন ও যন্ত্র।

ভগবান মানুষের কাছে অলস নির্ভরতা অজ্ঞান নিশ্চেষ্টতা চান না—তিনি চান সজাগ সহযোগ, তামস নির্ভরতা ভগবানের পক্ষে ভার হয়ে ওঠে মাত্র। মানুষের দিক থেকে এই সহযোগ দেওয়া সম্ভব, কারণ বাস্তবিকই তার আছে এক নিভৃত আত্ম-স্বাতন্ত্র্য—ইচ্ছা করলে সহযোগী হতে পারে, না করলে না হতে পারে, সে বিরোধীও হতে পারে, উদাসীনও হতে পারে।

এ হল জীবের ব্যষ্টি-স্বাতন্ত্র্যের রহস্য। মানুষের নিজ-সত্তা ভগবানের আত্ম-প্রকাশের একটি কেন্দ্র—সুতরাং পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা তার স্বভাবগত। এবং স্বভাবতই এই স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ভগবানের পক্ষে প্রযুক্ত হতে পারে। মূলতঃ এখানে তার ইচ্ছা ভগবানেরই ইচ্ছা ও ভগবানের ইচ্ছা তারই ইচ্ছা—কারণ, সে ও ভগবান এক অভিন্ন, সোঽহম্। তবে একথাও সত্য কোথাও কোন ভঙ্গীতে কোন ধারায় বা স্তরে এ দিব্য-স্বাধীনতা ভিন্ন পথ বক্রগতি অবলম্বন করতে পারে—এ স্বাধীনতা যদি না থাকে তবে ত পূর্ণ স্বাধীনতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রইল না ; এই পথ ধরেই স্বেচ্ছাতেই সে চলে অজ্ঞানের নিশ্চেতনার দিকে। তার পরিণাম, শেষ ফল হল বাহ্যতঃ স্বাধীনতা নয়, নিরেট পরাধীনতা।

সাধারণতঃ সাধারণ মানুষ প্রকৃতির দাস—আমাদের দেহ প্রাণ মন প্রাকৃত ধারায় চলেছে, গা ঢেলে দিয়ে, অবশ হয়ে। কিন্তু বলেছি এও হল বাহ্যতঃ—তখনও মানুষের আন্তর সত্তা, তার জীবপুরুষ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আছে এবং সে-স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্যকে প্রয়োগও করেছে, প্রাকৃত লীলায় তার সহযোগ ও সমর্থন দিয়ে, একটা কিছু অনুমতি দিয়ে অন্ততঃ। আবার প্রকৃতির মোড় ফিরিয়ে ধরতে হলে, আমাদের দেহ-প্রাণ-মনকে ঊর্দ্ধতর সত্তা-চেতনা-বৃত্তি দিয়ে ভরে ও গড়ে তুলতে হলে, গোড়ায় প্রয়োজন তাই আমাদের নিজচেতনার, অন্তরতম সত্তার, নিভৃত পুরুষের দৃষ্টি পরিবর্ত্তন, ইচ্ছাশক্তির নবতর নির্দ্দেশ ও গতি।

ভাগবত শক্তি আমাদের ভিতর দিয়ে কাজ করতে সুরু করবে, আমাদের আধারে সার্থক হয়ে উঠতে থাকবে, তখনই যখন আমাদের সজ্ঞান জাগ্রত সহযোগ সে লাভ করেছে, যখন আমাদের হৃদপুরুষকে কর্ম্মক্ষেত্রে পেয়েছে বন্ধু রূপে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবক রূপে সহযোগী ও সহকর্ম্মী রূপে। আমাদের ব্যষ্টি-কেন্দ্র তাঁর আনন্ত্য থেকেই সৃষ্ট ও প্রকটিত হয়েছে, তিনি নিজেই এই বহুরূপ ধারণ করেছেন—এবং কেন্দ্রে কেন্দ্রে তাঁর সাধর্ম্ম্য অটুট রয়েছে—এদের ভিতর দিয়ে, এদেরকে আশ্রয় করে সজ্ঞানে বাহ্যপ্রকৃতিটি পরিবর্ত্তিত রূপান্তরিত করে ধরবার জন্যে।

অবশ্য এক হিসাবে বলা যেতে পারে, আমাদের দিক থেকেও, ভাগবত সত্তা চেতনা ও শক্তির সঙ্গে যখন বাহ্যতঃ পর্য্যন্ত, দেহে প্রাণে মনে, একাত্ম ও একীভূত হয়ে গিয়েছি তখন সহযোগ ও সহকর্ম্মের প্রশ্ন আর ওঠেনা ; তখন ব্যক্তি-গত সত্তায় কোথাও কোন ছেদ নাই আবরণ নাই, আমার গতি-ক্রিয়া তখন ত সবই সম্পূর্ণভাবে নির্দ্দোষভাবে ভাগবত দিব্য গতিক্রিয়া। যদিও তখনও তার অর্থ নয় ব্যক্তিসত্তার লোপ বা লয়—তখনই বরং ব্যক্তিসত্তার সত্যকার পূর্ণ অবাধ অভিব্যক্তি।

পূর্ণ অজ্ঞানের স্তরে জীবের কোন ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তি থাকে না—বলেছি প্রকৃতির হাতে সে অবশ অসহায় যন্ত্র মাত্র ; সে-স্তরে অহং রয়েছে বটে, কিন্তু তা হল আচ্ছন্ন তামস অহং।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার পূর্ণজ্ঞান যখন, জীব যখন প্রাকৃত প্রকৃতি উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, তখনও আর তার পৃথক স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি থাকে না, ভগবত শক্তির চিৎ-শক্তির, সঙ্গে তার ইচ্ছা সম্মিলিত একীভূত —তখন আর অহং নাই বটে, তবে অহং রূপান্তরিত হয়েছে ভাগবত ব্যষ্টিরূপে, অহং লাভ করেছে তার স্বরূপ জীবভূত পরাপ্রকৃতি। এই উভয় প্রান্তের মাঝখানে হল অহংএর—অর্থাৎ রাজস কিম্বা রাজস-তামস জীব-রূপের লীলা ও ক্রিয়া ও সার্থকতা।

আমাদের ব্যক্তিগত চেতনায় এই তিনটি স্তরের তিনটি ধর্ম্ম স্মরণে রাখতে হবে—এবং সাবধান হতে হবে যেন—বর্ণ-সঙ্করের মত স্তর-সঙ্কর না হয়, অর্থাৎ যখন আমরা কার্য্যতঃ রয়েছি কোন বিশেষ স্তরে, মানবীয় অহংময় স্তরে, তখন যেন অন্য স্তরে, অহংএর ঊর্দ্ধে রয়েছি এই ভুল প্রত্যয়ের বশে সেই ঊর্দ্ধতর স্তরের ধর্ম্ম অনুকরণ করে চলতে চেষ্টা না করি। এর নাম অধ্যারোপ, এর নাম মিথ্যাচার। নীচের স্তর হতে ঊর্দ্ধতরে উঠে চলতে হবে, নীচেরটিকে ঊর্দ্ধতরে উন্নীত রূপান্তরিত করতে হবে বটে, কিন্তু তা করতে হবে নীচেকে ভুলে গিয়ে নয়, নীচের সুষ্ঠু প্রয়োগে, ক্রম-সংস্কারে, সজ্ঞানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবৎমুখী করে ধরে। উপনিষদে ঠিক এই সাধনাটি লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে,

অবিদ্যয়া মৃত্যুংতীর্ত্বা—

বর্ত্তমান প্রকৃতি সম্বন্ধে সমান সজাগ হতে হবে, তাকে স্বীকার করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে এবং শুদ্ধ শাণিত করে ধরতে হবে, তাকে আশ্রয় করে তবে উর্দ্ধে উঠতে হবে—পুরুষকারের ক্ষেত্রে পুরুষকারই যন্ত্র, যদিও তার লক্ষ্য ও সিদ্ধি দৈবের মধ্যে। সেই একই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যখন বলা হয়েছে, সিদ্ধির দুটি অঙ্গ—ভগবানের দিক থেকে ভগবৎপ্রসাদ, শক্তির অবতরণ আর আমাদের দিক থেকে আস্পৃহা, অনুকূল ইচ্ছা, সহযোগ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয়ের দিনে

অসুরের পতন হ'ল। মানুষের দিব্যযাত্রা পথে একটা অতিকায় অন্তরায় দূর হ'ল। অন্তরায় পথে অনেক, অসুরও যে কেবল একটি মাত্র তাও নয়। কিন্তু বাধা যতটুকু ভাঙ্গে, পথ যতটুকু পরিষ্কার হয় ততটুকুই লাভ।

শ্রীমা বলে দিয়েছিলেন যুদ্ধের সুরুতে যে এ যুদ্ধ তাঁরই। কারণ এ যুদ্ধ মূলতঃ মানব-আত্মার আত্মরক্ষার যুদ্ধ। একটা তামস শক্তি নেমে এসেছিল পৃথিবীর উপর, সে চেয়েছিল মানুষকে গ্রাস করতে—মানুষ যাতে ডুবে যায় অন্ধকারের গর্ভে, ভুলে যায় তার অন্তরাত্মার জ্যোতি, তার দিব্য স্বারাজ্য, তার অমৃতত্বের নিজধাম। এই শক্তির চেষ্টা হয়েছিল মানুষকে তার উর্দ্ধতর চেতনা থেকে টেনে নামাবার জন্যে, পশুরও অধম করে রাখবার জন্যে। জার্ম্মাণীর দুর্ভাগ্য সে এই শক্তির যন্ত্র বা বাহন হয়েছিল, যারা তার সহায় ও স্বপক্ষে হয়েছিল তাদেরও দুর্ভাগ্য। ভাগবতী শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল যে আসুরিক বিগ্রহ আজ তা ধুলিসাৎ। এ পরিণামের অন্যথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হতে পারতনা, হতে পারে না। মানব-আত্মার ভবিষ্যৎ আছে —তার যাত্রাপথ কুটিল বিঘ্নবহুল হতে পারে, কিন্তু গতি তার ব্যর্থ হবার নয়।

অসুরের পতন হয়েছে অর্থাৎ যে স্থূল দেহকে পার্থিব-ক্ষেত্রকে আশ্রয় করে—কেন্দ্র করে সে চেয়েছিল জাগতিক প্রতিষ্ঠা তা ধ্বংস হয়েছে। অথবা যে অস্ত্র—যে মরণাস্ত্র সে তৈরী করেছিল, তুলে ধরেছিল, এখন তা বিচূর্ণ, হস্তচ্যুত। সত্য বটে আশার ও আনন্দের বার্ত্তা বটে। তবে আমাদের স্মরণে রাখতে হবে শরীরী অসুর ধ্বংস পেলেও বা সরে গিয়ে থাকলেও, তার অশরীরী সত্তা হয়তো লোপ পায়নি, সে পিছনে অলক্ষ্যে গিয়ে লুকিয়েছে মাত্র। সে নূতন চেষ্টা করতে পারে পুনরাভিযানের জন্য, ভিন্ন পথে অভিনব উপায়ে মানুষকে অধিকার করতে, জগৎকে অভিভূত করতে। যে সংহত একমুখী স্থূলশক্তি সে ভাগ্যক্রমে অর্জ্জন করতে পেরেছিল, তা সে হারিয়েছে। কিন্তু অঙ্গাভাবে সে যে একান্ত অক্ষম হয়ে পড়বে, পরাজিত হয়ে সে যে পরাজয়কে মেনে নিয়ে চুপচাপ থাকবে, তার সম্ভাবনা কম। সাক্ষাৎভাবে না হোক, পরোক্ষভাবে, যবনিকার অন্তরালে থেকে সে তার প্রভাব বিস্তার করে চলতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে, মানুষের কানে দুষ্ট মন্ত্রণা দিতে পারে, প্রাণে ভুল প্রেরণা জাগাতে পারে। তার বিরোধী বন্ধুতে-বন্ধুতে মতানৈক্য মনোমালিন্য এবং সংঘর্ষ পর্য্যন্ত ঘটাতে পারে। মদন ভস্মীভূত হলেও তার প্রভাব কি কম হয়েছে, বরং হয়ত বেড়েইছে।

"পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে—"

অসুরের স্থূল সামর্থ্য হয়ে উঠেছিল একটা নিদারুণ আশু বিপদ—মানুষের দেহে যেমন গজিয়ে ওঠে যদি একটা বিপুল বিস্ফোটক, তখন প্রয়োজন অবিলম্বে নিষ্করুণ অস্ত্রোপচার। সুস্থতার, স্বাস্থ্যের, বল সঞ্চয়ের, শ্রী-অর্জ্জনের কথা পরে—যদিও এই পরের কথাই আবার আসল কথা।

অসুরের, আসুরিক শক্তির বাহ্য-শরীর কেবল নয়, তার অন্তরের সত্তার ধ্বংস চাই, চাই অন্ততঃ তার অপসারণ—আর তা সম্ভব হতে পারে আমাদেরই মানুষেরই অন্তরের চেতনায়। বাহ্যযুদ্ধে যেমন নষ্ট করি অসুরের বাহ্যরূপ, তেমনি আমাদের অন্তরের যুদ্ধে নষ্ট করতে পারি তার স্বরূপ। বাহ্য-জয় সুযোগ সুবিধা এনে দেয়, সার্ব্বজনীন প্রসারের জন্য ক্ষেত্র তৈরী করে দেয় কিন্তু অন্তরের জয়ই নূতন বৃহত্তর সত্যের বীজ বপন করে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাকে প্রস্ফুটিত বিকশিত করে তোলে। আজ বিজয়ের দিনে, যুদ্ধের এই আন্তর-রণাঙ্গনের দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে—সেখানে থেকে উৎপাটিত করতে হবে আসুর-শক্তির মূল সব। তাই তো বলা হয় যুদ্ধ জয়ই শেষ নয়, জয় করতে হবে শান্তি। শান্তির মধ্যে প্রকাশ পাবে আমাদের স্বভাবের গতি ও পরিবর্ত্তন। যুদ্ধের তাগিদে বীর হয়ে ওঠা, সেই সঙ্কট অবস্থায় আমাদের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর তা প্রকাশ করা বরং সহজ—কিন্তু শান্তির মধ্যে, সহজ অবস্থার মধ্যে চেতনাকে ঠিক রাখা, উর্দ্ধসুরে বেঁধে রাখা, লোভ হতে, মোহ হতে, প্রতিহিংসা হতে মুক্ত রাখা তেমনি কঠিন।

আর আধ্যাত্মিক সাধনা যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের সমস্ত জীবন-ধারাই হল এই আসুর-শক্তির হাত থেকে মানব-চেতনাকে মুক্ত করা ও মুক্ত রাখা। এখানে একটি গূঢ় তথ্যের উল্লেখ আমরা করতে পারি। অজ্ঞান-আসক্তিময় মানুষ দুর্ব্বল, তবুও এই দুর্ব্বলতাই তার সবচেয়ে খারাপ দুর্ব্বলতা নয়। মানব দুর্ব্বলতা ভয়াবহ হয়ে ওঠে তখনই যখন তাকে আশ্রয় করে, তাকে ছিদ্ররূপে পেয়ে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে অমানব আসুরিক প্রভাব। মানুষ তখন যে ভগবানকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগবতজীবনকে গ্রহণ করতে চায় না বা পারে না, তা নয়—সে হয়ে উঠে সকল রকম ঊর্দ্ধতর জীবনের আদর্শের বিরোধী, একান্ত শত্রু। তার আনন্দ তার বিলাস ও উল্লাস, তার পরম তৃপ্তি হয় ক্রূরতার হিংস্রতার মধ্যে, উন্মত্ত লালসার মধ্যে, বিকৃত আবেগের ও ভোগের মধ্যে।

এই ধরণের আসুর পৈশাচিক প্রভাব কত প্রকারে মানুষকে অন্তরে বাহিরে জগৎকে ঘিরে রয়েছে—কারণ, তার নিম্নতন প্রকৃতি অজ্ঞান ও অবশ; বিরোধী বিকৃত প্রভাব থেকে তা আপনাকে মুক্ত রাখতে পারেনি। মানুষের অন্তরে এই সব প্রভাবকে সঞ্চয় করে, এই অন্তর্নিহিত মূলের উপর ভর করেই বাহিরে গজিয়ে ওঠে, স্থির প্রতিষ্ঠিত হয় আসুর রাজ্যের বিশাল মহীরুহ। অধ্যাত্মচেতনার প্রথম লক্ষ্য ও চেষ্টা হল সজ্ঞান হওয়া অর্থাৎ কি ভাগবত আর কি অ-ভাগবত, কি মানুষী দুর্ব্বলতা আর কি আসুরিক দুষ্টতা তাদের মধ্যে পার্থক্যটি আবিষ্কার করা এবং এই "বিবেক" শক্তির জোরে প্রথমে আসুর প্রভাবকে দূর করা, ভাগবত প্রভাবকে আহ্বান করে অন্তর ক্ষেত্রকে শুদ্ধ করা ও পরে ক্রমে পরিপূর্ণ করা নূতন প্রভায় ও সামর্থ্যে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ত্তমানে আন্তর-যুদ্ধের প্রথম পর্য্যায়ে আমরা, যখন দরকার যাকে বলা হয় "সদসৎ বিবেক"—শত্রুমিত্র পরিচয়, যখন দরকার শত্রুর সঙ্গে শত্রুতা আর মিত্রের সঙ্গে মিতালি। কে শত্রু ও কে মিত্র, ভগবানের পক্ষে কে আর ভগবানের বিপক্ষে কে, কি ভাগবত বস্তু আর কি অ-ভাগবত সে সম্বন্ধে সাধারণে এখনও বহু সন্দেহ ও প্রমাদ রয়েছে। সময় এসেছে যখন অন্তরের আবহাওয়াটি পরিষ্কার করে, স্বচ্ছ ও জ্যোতির্ম্ময় করে সত্যনিষ্ঠ করে তুলতে হবে। তা নির্ভর করে আমাদের আন্তরিকতার উপর, আস্পৃহার উপর, ভগবানের ভাগবত-প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যকার অনুরাগের উপর।

আজ বহির্বিজয়ের দিনে অন্তর্বিজয়ের কথা আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। অন্তরের অসুরকে, অসুরের প্রভাবকে চিনে নিতে হবে, কারণ তার বহুল মায়ারূপ ; আর যেখানেই পাই তার ছায়া বা চিহ্ন সেখানে গিয়ে তাকে বিদূরিত করতে হবে। বাহ্য বিজয় সার্থক হবে তখন যখন তার ফলে তার সঙ্গে আসবে আন্তর বিজয়। মানুষের সমবেত জীবন ধারায় জগতের উপরে যে একটা অপশক্তি মূর্ত্ত হয়ে দেখা দিয়েছিল তা দূরীভূত হল—ভাগবতী শক্তির কাছে সেজন্য প্রণতি ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে দৃষ্টি রাখতে হবে আন্তর চেতনার দিকে, আমাদের প্রত্যেকের আপন আপন চেতনায়। সেখানে কোন দুষ্ট প্রভাব পালিয়ে লুকিয়ে না থাকে। সেখানে আহ্বান করে আনতে হবে মায়ের জ্যোতির্ম্ময় দৃষ্টিকে, শাণিত চেতনার ধারাকে—এবং অবশেষে তাঁর সত্যকার শান্তির অভিষেক—আশীর্ব্বাদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই দুর্দ্দিনে

আজ পৃথিবী যে একটা দারুণ সঙ্কটের মধ্যে এসে পড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। মানব-সমাজ মানুষ-প্রকৃতি যে কতখানি বিকৃত কলুষিত হয়ে গিয়েছে তার মাত্রা নির্দ্দেশ করাও আর সহজ নয়। আমরা ঘোর কলির বিবরণ শুনেছি —যখন ধর্ম্মের একটি পা পর্য্যন্ত আর নেই, মানুষ নিরেট অখণ্ড অধার্ম্মিক, এমন কি আকারে পর্য্যন্ত সে খাট হয়ে গিয়েছে, আঁকশি দিয়ে বেগুন পাড়তে হয় তাকে। মানুষ সত্যসত্যই আজ এই রকমে হ্রস্ব হয়ে গিয়েছে মনে হয়, তার চেতনা তার জীবন অতি সঙ্কীর্ণ, সিন্ধু তার বিন্দু-পরিমাণ। তবে আজ চারিদিকে সদাসর্ব্বদা যা ঘটছে, তাতে বলতে হয় কলির বাস্তব কলির কল্পনাকে হারিয়ে দিয়েছে।

মানুষ সাংসারিক উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি চায়—কিন্তু তার অর্থ যে একান্ত স্বার্থপরতা, এ ধরণের ও এতখানি স্বার্থপরতা যার মোহে মানুষ এমন কাজ নাই যা করতে পারে না অম্লানবদনে, তার অর্থ যে যতদূর সম্ভব মিথ্যা ছল চাতুরী কঠোরতা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষ্ঠুরতা রূঢ়তা ক্রূরতা, এ যেন সর্ব্ববাদীসম্মত হয়ে দাঁড়িয়েছে আর একেই গ্রহণ করা হয় মানুষের ধর্ম্ম, স্বভাব, প্রকৃতি বলে, এ রকম যদি কোথাও কোনক্রমে না হয়, তবেই মানুষের আসে বিস্ময়, সন্দেহ। শুধু সাংসারিক বুদ্ধির মানুষ কেন, যখন দেখি যুবকদের, যাদের উপর জীবনের ভার এখনও চেপে পড়েনি, যারা স্বপ্নের কথা আদর্শের কথা বলে তারাও আজ কি প্রকৃতির? তাদের স্বাধীনতা অর্থ স্বেচ্ছাচার—কোন প্রকার বাধ্যতা, নিয়মপালন তাদের কাছে দাসত্ব, মান-মর্য্যাদা হানিকর। আজকালকার ছাত্রমণ্ডলী যে কতখানি অশিষ্ট ও দুর্ব্বিনীত হয়ে উঠেছে তার পরিচয় আমরা পদে পদে সর্ব্বত্র পাই। মানুষের জীবন থেকে চলে গিয়েছে একটা সংযম, শালীনতা, একটা ঔদার্য্য, একটা শ্রী। কেবল যে অভাবের দোষে মানুষের স্বভাব এরকম হয়ে উঠেছে তা নয়। যেখানে অভাব নেই সে সব ক্ষেত্রেও দেখি সেই একই প্রেরণার ও প্রবৃত্তির খেলা। মনে হয় মানুষের মধ্যে কোথা থেকে একটা লোভ এসেছে হীন কাজ করতে, তার দৃষ্টি নেমে গিয়েছে কেবলি নীচের দিকে. যা কিছু মানুষকে পশু পিশাচ দৈত্য দানবের মতন করে তোলে সেই সব কর্ম্মের ও বৃত্তির দিকে। একেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদর্শরূপে, প্রাচীনতর কাল্পনিক আদর্শ নয়, আধুনিক বস্তুতন্ত্র "বৈজ্ঞানিক" আদর্শরূপে সগর্ব্বে গ্রহণ ও প্রচার করা হয়।

পৃথিবী যে স্বর্গ ছিল কোন দিন, সমাজ যে রামরাজ্য ছিল সত্যই তা হয়ত নয়। তবুও একটা নিয়ম বাঁধন ছিল, একটা ধর্ম্ম (যা সকলকে ধরে রাখে) ছিল মোটের উপর—সে-শৃঙ্খলা যারা মানত না, তারা ছিল সমাজ-বহির্ভূত (out-law)। কিন্তু আজকাল শৃঙ্খলা ভাঙ্গাকেই মনে করা হয় শৃঙ্খল ভাঙ্গা—সগৌরবে বলা হয়—

"আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী তন্বী নয়নে বহ্নি—"

নূতন তৈরী করতে হলে পুরাতনকে ভেঙ্গে ফেলা ভস্মীভূত করা প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু সব নির্ভর করে কোন শক্তি দিয়ে সে-সব কাজ করতে চাই, কোন ভাবকে আদর্শ ধরে, কোন ধারায় ও ভঙ্গীতে। অত্যাশ্রমী সন্ন্যাসী সামাজিক বিধি-বিধান মানেন না, তাঁরা সমাজ-বহির্ভূত, এক হিসাবে outlaw ; কিন্তু তাঁরা এ অধিকার অর্জ্জন করেছেন কারণ তাঁরা একটা ঊর্দ্ধতর বিধির, আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা অনুসরণ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই আমরা বিশ্বাস করি মানুষ যে আজকাল এ রকম অ-মানুষ হয়ে পড়েছে তার মূল হেতু, তার উপর বিস্তৃত হয়েছে একটা দানবীয় প্রভাব। এক আসুরিক শক্তি পৃথিবীর উপর নেমে এসেছে—সে চায় পৃথিবীকে সম্পূর্ণ অধিকার করতে, মানুষকে সম্পূর্ণ গ্রাস করতে। এই হয়ত তার শেষ সুযোগ, তাই সমস্ত সামর্থ্য সে প্রয়োগ করছে, সদলবলে রণক্ষেত্রে নেমেছে। পৃথিবী জুড়ে আজ যে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলেছে তাকে আমরা এই দৃষ্টিতে দেখি—দুটি শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব চলেছে —এক তামসিক আর এক জ্যোতির্ম্ময়, এক চায় মানুষের উন্নতি ঊর্দ্ধগতি আর এক চায় মানুষের অবনতি অধোগতি, এক সৃষ্টির আর এক প্রলয়ের।

সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের সম্মুখে আজ এক মহান কর্ত্তব্য দেখা দিয়েছে—আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এসেছে একটা বিশেষ মূল্য ও সার্থকতা। আমাদের প্রত্যেককে এক পক্ষে কি অন্য পক্ষে দাঁড়াতেই হবে। আমরা যতই ক্ষুদ্র ও নগণ্য হই না, জ্ঞানতঃ আমরা কোন আদর্শ বা সাধনা গ্রহণ করি বা না করি, কার্য্যতঃ আমাদের প্রত্যেক কর্ম্ম ভাব চিন্তা প্রেরণা এক পক্ষের অনুকূল অন্যপক্ষের প্রতিকূল হবেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবে। আমাদের প্রত্যেকের তাই একটা বিপুল দায়িত্ব এসে পড়েছে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তা গ্রহণ করতেই হবে। আমরা সকলেই জানি আজকালকার যুদ্ধ সার্ব্বজনীন (total war)— কেবল পেশাদার সৈন্যদের যুদ্ধ নয়, তা হল আবাল-বৃদ্ধবনিতার ; সমাজে সামরিক আর অসামরিক বলে কোন পার্থক্য নাই, শুধু তাই নয় সকলেই একেবারে সম্মুখের পংক্তিতে এসে স্থান নিয়েছে। পিছনে সরে দাঁড়াবার, নিরপেক্ষ বা উদাসীন থাকবার কোন সুযোগ সুবিধা অজুহাত আর নাই। আজ তোম ভি মিলিটারি, হাম ভি মিলিটারি—তবে আমাদের স্পষ্ট জানতে হবে ঘোষণা করতে হবে, কোন পক্ষে আমরা—সত্যের পক্ষে কি মিথ্যার পক্ষে—পৃথিবীর উপর আমরা চাই আলো না অন্ধকার।

শ্রীঅরবিন্দের মণ্ডলী অন্তর্ভূক্ত আমরা যারা, আমরা যারা তাঁর সাধনা গ্রহণ করেছি, কি জীবনের পথে তাঁর আলো আর আশীর্ব্বাদ কামনা করি আমাদের পথ ও কর্ত্তব্য ত পরিষ্কার। তবে আমাদের দায়িত্বও দ্বিগুণতর। চারিদিকের আসুরিক পরিবেশের মধ্যে থেকেই আমাদের দেখাতে হবে চিন্তায় প্রেরণায় কর্ম্মে, মনে প্রাণে দেহে আলোর পথ ধরেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে চলা যায়, জীবনসংগ্রামে টিকে থাকা যায়; কেবল তাই নয়, এই যে

"গগনে অব ঘন মেঘ দারুণ
সঘন দামিনী ঝলকই
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই
—আজু দুরদিন ভেল—"

তারই ভিতর দিয়ে আলোর পথ, দেবযান অবলম্বন করা যেমন যুক্তিসঙ্গত তেমনি নিরাপদ; অন্য পথে আশু লাভ যতই হোক না, পরিণাম যে ভয়াবহ আজ তার প্রমাণের অভাব নাই। এই নিষ্ঠা এই সাহস এই বীর্য্য নিয়ে দাঁড়াতে হবে চলতে হবে, দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত ধরে দেখাতে হবে যে জীবনে সাফল্য সার্থকতা শ্রীবৃদ্ধি আসুরিক শক্তির সাহায্যেই হয় না—দিব্যশক্তিরও সে-ক্ষমতা আছে; বরং সে-ক্ষমতার পরিধি ও প্রকার বৃহত্তর ও মহত্তর।

এ জগতের ক্ষেত্রকে, ঐশ্বর্য্যকে অসুরের মুষ্টির মধ্যে চলে যেতে দেব না—আমাদের জীবনের মন্ত্র হবে না Give the Devil his due কিম্বা Render unto Caeser what is

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Caeser's—এ হল নিষ্ঠাহীনতা, দ্বিচারিতা। সমস্ত পৃথিবী, মানুষের সমগ্র জীবনই হল ভগবানের, তিনিই একচ্ছত্র সম্রাট—এখানে তাঁর অংশীদার কেহ নাই—I thy Lord am a jealous God. অসুরের সঙ্গে অসত্যের সঙ্গে তাই আপোষ বা মিতালি হয় না অথবা তাকে এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তা নয়, বাধার সম্মুখীন হতে হবে ; তার দাবি না মেনে, আমার দাবি তার উপর চালাতে হবে। আমাদের অন্তঃশক্তির সমস্ত সামর্থ্য দিয়ে, যে দিব্যজ্যোতির অনুগত সেবক আমরা তাকে আহ্বান করে, তার প্রভাবে আবৃত হয়ে আমাদের এই দানবীয় ব্যূহের মধ্যেই প্রবেশ করতে হবে, তাকে প্রতিহত পরাজিত করে চলতে হবে, আর তার ধর্ম্মকর্ম্মের পরিবর্ত্তে সত্যের জ্যোতির ভগবানের ধর্ম্মকর্ম্মকে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

নূতন জগতের সৃষ্টি ত এই রকমেই সম্ভব হবে, তার সূত্র-পাত তখনই হবে যখন পুরাতন দূষিত গলিত আয়তনের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে, ধীরে ধীরে চাপ দিতে সুরু করেছে নূতনের কেন্দ্র সব। এই সব কেন্দ্র ব্যক্তি হোক আর মণ্ডলী হোক—যতখানি হবে নিষ্ঠাবান, আত্মসমর্পিত, কায়মনো-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাক্যে একচারী, ততখানি সহজ হবে অব্যর্থ হবে দিব্যশক্তির সঙ্গে, ভাগবত উৎসের সঙ্গে তাদের সংযোগ ও সহযোগ, ততখানি বর্ম্মাবৃত সুরক্ষিত হয়ে এগিয়ে চলবে, তার বিজয়চিহ্ন প্রতি পদক্ষেপে অঙ্কিত করে।

এই দুর্দ্দিনে এই প্রলয়পয়োধিজলে সবই চঞ্চল অস্থায়ী—নিশ্চিত নির্ভরযোগ্য কিছু নাই। পার্থিব যে-কোন আশ্রয়-কেই দৃঢ় আলিঙ্গনে বাঁধতে চাই না কেন,—পদ হোক অর্থ হোক আত্মীয়স্বজন হোক এমন কি অনেক ব্রত আদর্শ পর্য্যন্ত —দেখা যাবে সবই ভঙ্গুর সবই অবিশ্বাস্য—জলের উপর আল্পনা। এই সর্ব্বগ্রাসী অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে একটি ধ্রুব বস্তু—তাকে যারা ধরে থাকতে পেরেছে তাদেরই হবে রক্ষা, তারাই রক্ষা করতে পারবে রক্ষণীয় যা, তারাই দেখতে পাবে সুদিনের মুখ, তাদেরই আশ্রয় করে হবে সুদিনের আগমনী। মানুষের মধ্যে দিব্য-সত্তা দিব্য-চেতনাই মানুষের পরম বন্ধু—যার এক নাম ভাগবতী ইচ্ছা—ব্যক্তিগত পার্থিব সুখ সুবিধা আকাঙ্ক্ষা অভিলাষ নয়, বিশ্বজননীর উদ্দেশ্য ও প্রেরণা—এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং এতদালম্বনং পরম্—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ত্তমান অবস্থায়

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাষায় আজ বলতে ইচ্ছা হয়—

But yet I know, where'er I go,
That there hath past away a glory
from the earth—

সত্য-সত্যই কি একটা জ্যোতি ও শক্তি পৃথিবীর উপর থেকে যেন চলে গিয়েছে, মানুষের চেতনায় আর পাই না সে অপার্থিব সুর—মানুষ, মানুষের পরিবেশ সব যেন নেমে গিয়েছে একটা খাদের, ছায়াচ্ছন্নতার আলিঙ্গনে। যুদ্ধ যতদিন চলেছিল, মানুষ যতদিন অনুভব করেছিল মানবজাতির একটা নিদারুণ আসন্ন বিপদের বিরুদ্ধে তাকে দাঁড়াতেই হবে নতুবা মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার শেষ, যতদিন দিশারী-নেতৃবর্গ সেই আদর্শে ও প্রয়াসে একনিষ্ঠ হয়ে চলেছিলেন, ততদিন মানুষ যেন উঠে গিয়েছিল একটা ঊর্দ্ধতর জীবন-ছন্দে, এই মর্ত্ত্য-আধার স্পর্শ পেয়েছিল যেন একটা অমর্ত্ত্যের, অলৌকিকের, দৈবতের। তখন এ কথা তেমন বুঝি নি, এ সত্যটি তেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগ্রত অনুভব করিনি—এতখানি তা সহজ স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ সে-বস্তুটির অবর্ত্তমানে কি পরিমাণে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে পড়েছে যে মানুষ তার প্রমাণ চারদিকে জাজ্বল্যমান—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে দেশগত এমন কি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে পর্য্যন্ত কি দীনতা হীনতা ক্ষুদ্রতা, অন্তঃকরণের শোকাবহ দারিদ্র্য তাকে ছেয়ে ধরেছে।

আদর্শের কথা মুখে আমরা এখনও যে উচ্চারণ করি না তা নয়—কিন্তু সে কথার পিছনে শক্তি কোথায়, বীর্য্য কোথায়? যেন একটা অভ্যাসের বশে অশোভনতার লজ্জায় অন্তঃসারহীন বাক্যে ও কর্ম্মে লিপ্ত রয়েছি সে পথে। আসলে কিন্তু অন্য ধরণের জীবন্ত জাগ্রত প্রেরণা আমাদের বশীভূত করেছে। মনে হয়, পুরাতনের পঙ্কিল দূষিত জলরাশি কোথায় এতদিন আবদ্ধ ছিল—আজ মুক্তি পেয়ে সবেগে ছুটে চলেছে সব ডুবিয়ে নিয়ে; মানুষ অসহায় ভাবে ভেসে চলেছে—হাত পা ছুঁড়ে যদিই বা যথাসাধ্য চেষ্টা করুক না, সব বৃথা—তার উচ্চাদর্শের কোন প্রযত্নই সফল বা সমর্থ হয়ে উঠতে পারছে না।

আমাদের বিশ্বাস প্রায় জন্মে গেল যে ব্যবহারিক জগতে আদর্শের স্থান নাই—স্থান কেবল ছল-চাতুরির, জোর-জবর-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দস্তির ; আদর্শের দিকে যে চলবে, কল্পনার রামধনু যে আঁকবে, মানুষকে দেবতার মত করে ভাববে তার দুর্দ্দশার অন্ত নাই। "নাৎসি"-তন্ত্রও এই তথ্য এনেছিল একদিন। তবে কিছু পার্থক্য আছে, সে কথাটিও বলা দরকার। "নাৎসি"রা মনে আর কাজে—কায়মনোবাক্যে বলা উচিত—ছিল এক অখণ্ড অর্থাৎ তারা যা ভেবেছে, তাই বলেছে আর তাই করেছে। অপর পক্ষে এ রকম করা ঠিক সম্ভব হয়নি ; হাজার হলেও তারা বিবেক—conscience—বলে একটা জিনিষকে একেবারে মেরে ফেলে দিতে পারেনি—তাই কাজে আর কথায় তাদের দেখা দিয়েছে অমিল। ভিতরের একটা অনুভবের আদর্শের ঔচিত্যের দাবি তাদের মুখে বলায় এক কথা, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে প্রাণবৃত্তির প্রেরণায় বাহ্য অবস্থার তাড়নায় কার্য্য হয় তাদের ভিন্ন রকমের। আর এই দ্বৈত-চেতনার ফলে তাদের দেখা যায় যেন কপট, মিথ্যাচারী—কিন্তু এ জন্য যে তারা আশ্বস্তচিত্ত বা বিশেষ সুখী তাও নয়। একদিকে আমরা Atlantic Charter ঘোষণা করেছি, San-Francisco Conference ডেকে বসিয়েছি, UNRRA বন্দোবস্ত করেছি, U. N. O.তে জমায়েৎ হয়েছি। কেন ? সমগ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানবজাতির মধ্যে একটা সত্যকার চিরস্থায়ী শান্তির মুক্তির ঐক্যের প্রতিষ্ঠা চাই বলে—না? আর সত্যসত্যই যে চাই না, তা নয়। এই বস্তুগুলির অভাবে যে মুস্কিলের মধ্যে আমরা পড়ে যাই সে জন্য হোক আর এদের নিজস্ব মাহাত্ম্যের আকর্ষণে হোক—এক ভাবে না আর এক ভাবে আমরা চাই এদের। অথচ দেখি এই সঙ্গেই আবার কি করছি? বিজয়ের লভ্যাংশ—সিংহের ভাগ—লাভ করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছি, যে যত শক্তিমান সে যতখানি পারে নিজের ভাগটি রাজভোগ করে তুলতে সচেষ্ট। আমেরিকা তার "আণব-বোমা" আর অর্থ-বলের জোরে, ইংলণ্ড তার ঐক্যবল তার শৃঙ্খলাবদ্ধতা তার অতীত মহাজনী সুনাম বা নির্ভরযোগ্যতার (credit) কল্যাণে, রুশ তার বিপুল আয়তন আর নিগূঢ় শক্তিমত্তার দৌলতে, প্রত্যেকের আপ্রাণ চেষ্টা হয়েছে কি রকমে প্রথম স্থান অধিকার করা যায় সম্পদের জন্যে প্রতিপত্তির জন্যে—ফরাসীও তার অগুমিত গৌরবের দোহাই দিয়ে এদের সঙ্গে ছুটতে চায় পাল্লা দিয়ে। আর এই বৃহত্তর গুরুভার শক্তিচক্র কয়টির আবর্ত্তনে ক্ষুদ্রতর ক্ষীণপ্রাণশক্তি-গুলি দমিত দলিত। আন্তর্জাতিক ব্যাপার ছাড়া দেশ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষের মধ্যেও দেখি কাদের প্রভাব কাদের কর্ত্তৃত্ব ? কালো-বাজারের অধিপতি যারা, অতিলাভের মালিক যারা, ছল-বল-কৌশলের রাজা যারা, যাদের ঠিক নাম "রক্ত-চোষা"।

মানুষের সঙ্কুল বিপদ যখন ছিল সম্মুখে, তখন প্রয়োজনের চাপে তার উচ্চতর মহত্তর প্রেরণা ও চেতনা জাগ্রত ও প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বিপদের অবসানে, সহজ অবস্থার প্রত্যাবর্ত্তনে, তাড়া যখন নাই, তখন মানুষ আবার নেমে গিয়েছে তার সহজ সাধারণ স্বভাবে, বা তার চেয়েও নীচে, যতটা উপরে উঠেছিল ততটা নেমে গিয়েছে প্রতিক্রিয়ার ফলে। তাই দেখি সর্ব্বত্র মানুষের এই শোচনীয় পরিণাম—মানুষেরও অধম সে আজ। অন্য দিকটা নিয়ে এখনও সে যে আছে, বলেছি তা নির্বিষ খোলসের মত, সেখানে কর্ম্ম হয়েছে অভ্যাসগত একান্ত বাহ্যিক অঙ্গচালনা-মাত্র।

কিন্তু এর প্রতিকার কি ? যে গহ্বরে মানুষ পড়ে গিয়েছে সেখান থেকে তাকে উঠতে হবে—কোন উপায়ে ? সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় কোন না কোন মহাশত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সুযোগ প্রেরণা বা প্রয়োজন যে তার হবে এমন নয়। ফলতঃ বহিঃশত্রু নয়, এখন তার দাঁড়াতে হবে অন্তঃশত্রুর বিরুদ্ধে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই আন্তর অভিযান একান্ত প্রয়োজন আজ। এ অভিযান সহজ হয়, মানবজাতির উগ্র উৎকট-তপস্যা ব্যতিরেকেও পরিত্রাণ সম্ভব হয় যদি কোথাও তার মধ্যে দেখা দেয় আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করবার আন্তরিক প্রচেষ্টা, পাটোয়ারী বুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দিয়ে সে যদি এই ধরণের দুঃসাহসের কাজ করে ফেলতে পারে। বিশেষতঃ যদি দেখি একটা জাতি বা নেশন—বৃহত্তম শক্তিমত্তম বা শ্রেষ্ঠ যারা তাদের কোনটি—এই ভাবে প্রবুদ্ধ হয়েছে, তাহলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারি। আর এ রকম দেশগত আদর্শোন্মত্ত আন্দোলন মানুষের ইতিহাসে বিরল নয়। তবে জনসঙ্ঘের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন রাষ্ট্রশক্তির—যাকে বলা হয় গবর্ণমেণ্ট, তার—অনুরূপ মনোভাব ও প্রেরণা, এবং এ জিনিষটি কঠিন। কঠিন হলেও আমরা অসম্ভব মনে করি না। সেজন্য প্রয়োজন দুটি অনুকূল শক্তির সংযোগ—এক,—জনশক্তি, অর্থাৎ অন্ধ আবেগাচ্ছন্ন গণ-আন্দোলন, নয়,—প্রবুদ্ধ, সত্য-আদর্শনিষ্ঠ অথচ প্রবল ও সুশৃঙ্খলিত জনশক্তি আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সত্যকার নেতা। ফলতঃ আমি মনে করি, সত্যকার শক্তিমান বিভূতিমান দিশারী যদি দেখা দেয় তবে দেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগ্যবান, মানবজাতি ভাগ্যবান। বিরুদ্ধ আসুরিক শক্তি যখন বিশেষ মানবাকার গ্রহণ করতে পারে—সে-শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করবার জন্যে, বাস্তবে সমূর্ত্ত করবার জন্যে, ঠিক সেই রকম দৈবশক্তিও শরীরী হতে পারে এবং হয়ে দেখা দেয়। গীতায় এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, এই সত্য করা হয়েছে।

বর্ত্তমান অবস্থা থেকে এখনও বলা যায় না মীমাংসা আসবে কোন পথে। তবে আধ্যাত্মিক দ্রষ্টারা বলে থাকেন যে বারজন সাধক ঐকান্তিক ভাবে একসঙ্গে যদি ভগবানকে ডাকে, তবে ভগবান পৃথিবীতে নিশ্চয়ই নেমে আসেন। আমরা অন্ততঃ এ কাজটি করতে পারি। ব্যক্তিগতভাবে আদর্শের একনিষ্ঠ সাধক হয়ে চলা, আন্তরজগতে অসুরকে বিরুদ্ধশক্তিকে কোনস্থান না দিয়ে তার মায়াজাল ভেদ করে এগিয়ে চলা—এর ঐকান্তিক চেষ্টা অন্ততঃ আমরা করতে পারি ব্যক্তিগতভাবে এবং যথাসম্ভব সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে। আগে অণু পরমাণুদের যথাযথ গঠন দরকার—তাদের সংযোগ ও সংহতি দিয়েই ত বৃহত্তর লোক ও জগৎ। এই আন্তর চেতনার কোথাও সামান্য পরিবর্ত্তনও বাহ্য আয়তনে অনেকখানি প্রভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস্তার করে থাকে—তার হিসাব আমরা অনেক সময় রাখি না কতখানি। দুর্য্যোগে কর্মঠ-ব্রত ছাড়া উপায় ত আর নাই—এই ব্রত-সাধনই নিয়ে আসবে ভবিষ্যতের বৃহত্তর ব্যাপকতর বাঞ্ছ সুযোগ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তোমার শান্তি, তোমার মুক্তি, তোমার ঐক্য"

"হে ভগবান, আমরা চাই তোমার শান্তি, শান্তির কোন শূন্য মায়ামূর্ত্তি নয়, চাই তোমার মুক্তি, মুক্তির একটা মায়া-মূর্ত্তি নয়, চাই তোমার ঐক্য, ঐক্যের মায়ামূর্ত্তিমাত্র নয়। এক তোমারই শান্তি, তোমারই মুক্তি, তোমারই ঐক্য পৃথিবীর উপর এখনও যে অন্ধ বল-প্রয়োগ, যে কপটতা, যে মিথ্যাচার রাজত্ব করছে—তাদের জয় করতে পারে।

ভগবান, তোমার বিজয়ের জন্য বীরের মত যারা যুদ্ধ করেছে, কষ্ট সহ্য করেছে, তারা যেন দেখে যেতে পারে বিজয়ের সত্য ও যথার্থ ফল জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

আজ জগতে একান্ত প্রয়োজন শান্তি, আর মুক্তি, আর ঐক্য। মানুষের কাম্য সাধ্য এই ত্রয়ী। যে রকম অশান্তিতে পৃথিবী ভরে উঠেছে, যে রকম আলোড়ন-বিলোড়নে মানব-জীবন ক্ষুব্ধ ব্যথিত হয়ে উঠেছে, তাতে মানুষের অন্তরাত্মা সত্যকার শান্তির জন্য উদ্‌গ্রীব আকুল আজ। শান্তিই ত জীবনের প্রতিষ্ঠা, শান্তির উপরেই স্থির ও স্থায়ী বস্তু গড়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোলা যায়—চাঞ্চল্যের উপর কিছুই স্থাপন করা যায় না, সেখানে খেলতে পারে কেবল ধ্বংসের শক্তি।

তারপর মানুষের প্রাণ আজ চায় মুক্তি। জীবন—ব্যক্তিগত সমাজগত, দেশগত জীবন—মানুষের আজ বন্ধনে বন্ধনে জর্জ্জরিত। এক দেশ আর এক দেশের কবলে, এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীর পদতলে, এক বর্ণ আর এক বর্ণের, এক ধর্ম্ম আর এক ধর্ম্মের, এক জাতি আর এক জাতির অধীনে ম্রিয়মান। ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতেও সেই সম্বন্ধ—যার যথা-শক্তি, রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ব্যবস্থার কল্যাণে, ব্যক্তিগত সুযোগ-সামর্থ্যের দৌলতে—অন্যের উপর আধিপত্য করে চলেছে। এ বিধান মেনে নিয়ে চলতে মানুষের প্রাণ আর চায় না। বন্ধনের অধীন তার দাসত্বের জীবন তা নিরুপদ্রব যদি হয়—তবুও তাতে আর তৃপ্তি নাই—সে চায় আত্ম-প্রতিষ্ঠা, স্বাতন্ত্র্য, স্বারাজ্য, মুক্তি।

মুক্তিও শেষ বা চরম কথা নয়। স্বাতন্ত্র্য স্বেচ্ছাচারের দিকে নিয়ে যেতে পারে—তার অর্থ সংঘর্ষ, অশান্তি এবং পুনর্বন্ধন। প্রয়োজন তাই, সকল মুক্ত সত্তার সমবায়, সম্মেলন, ঐক্য। বিরোধকে অতিক্রম করে মিলন ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামঞ্জস্যের দিকে চলবার জন্যে মানুষের মধ্যে একটা আকূতি ও চেষ্টা দেখা দিয়েছে। ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে মিলন এনে দেয় সামাজিক স্বাস্থ্য, সেই রকম যাবতীয় গোষ্ঠীর পরস্পরের মধ্যে মিলন সমস্ত মানবজাতির সুস্থতা ও উৎকর্ষের সুযোগ নিয়ে আসে। সমস্ত মানবজাতিকে এক হতে হবে—ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিরোধ থাকবে না। তবে এই ঐক্য অর্থ একাকার নয়, ব্যষ্টি-সত্যের খর্ব্বতা নয়। আত্ম-স্বাতন্ত্র্যকে আত্ম-মাহাত্ম্যকে লোপ করে শূন্যগর্ভ একত্বলাভ মানবজাতির সাধ্য নয়, ব্যক্তি-জীবনেরও লক্ষ্য নয়। প্রত্যেক ব্যষ্টি তার পূর্ণমুক্ত স্বারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং তাই নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত সম্মিলিত একীভূতই হবে। ঐক্য দাঁড়াবে মুক্তির উপর, মুক্তি দাঁড়াবে শান্তির উপর। অথবা ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে মুক্তির মধ্যে, মুক্তি প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তির মধ্যে।

কিন্তু সত্যকার শান্তি কি, সত্যকার মুক্তি কোথায়—সত্যকার ঐক্যই বা কোন্ বস্তু? স্বেচ্ছায় বা মতলব করে যদি ভুল বুঝি বা ভুল পথে চলি, সে কথা স্বতন্ত্র। বলছি আন্তরিকতা থাকলেও, ইচ্ছা আগ্রহ থাকলেও, বরং তীব্রভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে বলেই, অনেক সময় আমরা ভুল বুঝি, চলি ভুল পথে। ফলতঃ আমরা আমাদের বুদ্ধি দিয়ে, আমাদের বাসনার প্রেরণা দিয়ে যে ধরণের শান্তি বা মুক্তি বা ঐক্য চাই, তা সত্যকার শান্তি মুক্তি ঐক্য নয়, এদের অভিনয় মাত্র। অজ্ঞানের মধ্যে থেকে, অহংকারচালিত হয়ে যে শান্তি চাই বা পাই তা বড় জোর 'সন্ধি' অর্থাৎ পুনর্যুদ্ধের জন্ম আয়োজন; যে মুক্তি চাই তা বন্ধনের রকমফের মাত্র; এক ধরণের বন্ধন হতে মুক্তি হয় কিন্তু তার চেয়ে বৃহত্তর, দৃঢ়তর বন্ধনের মধ্যে উত্তরণ—এই যেমন ইংরাজের কবল থেকে মুক্তি অর্থ হয়ে উঠেছিল প্রায় জাপানের কবলে প্রবেশ, অথবা যেমন বুর্জ্জোয়া বা মহাজনী বন্ধন থেকে মুক্তি আদায় করে আমরা বর্ত্তমানে বোলশেভিকি বা প্রোলেটেরিয়টী শাসনে আবদ্ধ হতে উদ্গ্রীব। সেই রকম ঐক্য গড়তে গিয়ে আমরা বড় জোর সৃষ্টি করি স্বার্থের মিতালি অন্যতর স্বার্থসঙ্ঘের বিরুদ্ধে; আর এই মিতালি স্বভাবতঃই ক্ষণভঙ্গুর—কারণ বিভিন্ন স্বার্থ বহুদিন কখনও একসঙ্গে মিলে মিশে থাকতে পারে না।

তা নয়; ঐক্যের মুক্তির শান্তির এই সব পার্থিব মর্ত্ত্যরূপ নয়, এই সব ছল নয়, যদি এদের সত্যকার সনাতন চিরন্তন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অখণ্ড চিরস্থায়ী স্বরূপ দেখতে চাই, লাভ করতে চাই, তবে আরও ঊর্দ্ধে উঠতে হবে—যতদূর সম্ভব ততদূর উঠতে হবে। ফলতঃ অন্যত্র কোথাও নয় একমাত্র ভগবানের মধ্যে পাওয়া যাবে এদের যথার্থ রূপ। ভগবানের মধ্যে, ভাগবত সত্তায় রয়েছে যে শান্তি যে মুক্তি যে ঐক্য, ভাগবত চেতনা গঠিত যে অটুট অব্যর্থ বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ শান্তি মুক্তি ঐক্য দিয়ে তাই হবে আমাদের লক্ষ্য—তার ন্যূনতর কোন পদার্থে পৃথিবীর মানুষের দুর্দ্দশা সম্পূর্ণ ঘুচবে না। ভগবানের সঙ্গে একীভূত হয়ে, ভাগবত চেতনায় গঠিত হয়ে, ভাগবত সত্তার সাধর্ম্ম্য অর্জ্জন করতে হবে, তবেই ঐক্য, মুক্তি শান্তি হবে আমাদের প্রকৃতিগত স্বাভাবিক বৃত্তি।

ভগবানের ভাগবত চেতনার শান্তি অর্থ অচল প্রতিষ্ঠা, নির্ব্বিকার স্থিতি—চেতনার সত্তার এমন স্থির সাম্যের অবস্থা যাকে কোন কিছুর আঘাত বা স্পর্শ বা সম্বন্ধ-সংযোগ টলাতে পারে না, দোলাতে পারে না, ক্ষুব্ধ ও মলিন করতে পারে না—সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে যা নিষ্কম্প, স্বচ্ছ। স্বচ্ছ আত্মস্থতাই শান্তির স্বরূপ। মানুষ অন্তরে যতদিন এই দিব্য শান্তি না অর্জন করেছে, বাহিরে ততদিন কোন শান্তি—সত্যকার শান্তি—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসতে পারবে না। সেইরকম মুক্তি অর্থ কেবল অপরের বা বাহিরের চাপ বা পীড়ন হতে মুক্তি নয়—আসল মুক্তি হল সকল রকম নিম্নতর চেতনার বন্ধন থেকে মুক্তি, দেহ-প্রাণ-মনের সঙ্কীর্ণ অহং আয়তন থেকে মুক্তি, মুক্তি বৃহত্তর, মহত্তর প্রসারের মধ্যে, অহং যখন তার অহমিকার খোলস থেকে বের হয়ে দাঁড়িয়েছে ভগবানের দাস, সেবক যোদ্ধা রূপে—ভাগবত চেতনার অব্যর্থ যন্ত্র, প্রকাশ কেন্দ্র বিভূতি হিসাবে। এই মুক্তি অর্থ, আপনার মধ্যে সকলকে প্রত্যেককে,—ব্যক্তি জীব ও বস্তুকে পর্য্যন্ত পাওয়া, প্রত্যেকের মধ্যে আপনাকে পাওয়া, সমস্তকে ভগবানের মধ্যে পাওয়া। এই পরিণতির নামই ঐক্য একত্ব।

কিন্তু বলা যেতে পারে, এ ধরণের ঐক্য মুক্তি শান্তি আদর্শ বস্তু হতে পারে কিন্তু তা সুদূরপরাহত, বাস্তবের নয়। অন্ততঃ এই মানবজাতির জন্য নয়, তার সাধক কোটিকে গুটিক আর ব্যক্তি হিসাবে এ আদর্শ যদি সম্ভবই হয়, সঙ্ঘ সমাজ বা জাতির পক্ষে তা সম্ভব নয়। এই সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হয়, তবে আমরা বলতে বাধ্য হব মানবজাতির 'ভবিষ্যৎ নাই—দুই চার জন সত্যকার সন্ন্যাসী সংসারত্যাগীর পক্ষে এই আন্তর সিদ্ধি লাভ আশ্চর্য্যের না হতে পারে, কিন্তু মানব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধারণ, পার্থিব জীবন রয়ে যাবে যে তিমিরে সে তিমিরে, তদপেক্ষা হয়ত গভীর তিমিরে। এমন কি পাশ্চাত্য মনীষী Wells ভবিষ্যতের যে বিভীষিকা দেখেছেন, অনেক বৈজ্ঞানিক জগতের যে পরিণাম আশঙ্কা করেন, তাই একমাত্র অলঙ্ঘ্য সত্য হয়ে ওঠে। কিন্তু আমরা তা বিশ্বাস করি না, আমাদের দৃষ্টি ও অনুভূতি সে-কথা বলে না। ব্যক্তি হিসাবে এ জিনিষ যদি সম্ভব হয়, তবে সমাজ হিসাবে তা সম্ভব হতে বাধ্য —কারণ ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন ব্যষ্টি মাত্র নয়, তা সমাজের অভিব্যক্তি, সমাজের মধ্যে যে মূক বা অন্ধ আকূতি আস্পৃহা, ব্যক্তির মধ্যেই তা পায় ভাষা ও দৃষ্টি, ব্যক্তির মধ্যে যে সত্যের প্রকাশ, সমবেত জীবনে তার প্রকাশ সহজ এবং অবশ্যম্ভাবী। মানুষ ঐক্যের মুক্তির শান্তির জন্য যে এতখানি উদগ্রীব হয়ে উঠেছে তার অর্থ সত্যকার ঐক্য, মুক্তি, শান্তি আছে, এবং তা লাভ করা অসম্ভব নয়। তার ভুল অজ্ঞানের বশে, নিম্নতন প্রেরণার বশে, আশু ফলের প্রলোভনে সে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, দিকভ্রান্ত হয়ে যায়।

আরো কথা আছে। মানব জাতির পক্ষে সমষ্টি হিসাবে ভাগবত চেতনায় উত্তীর্ণ হয়ে ভাগবত জীবন অর্জ্জন করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ত সুদূরের আদর্শ—তাই যদি হয়, তবুও ইতিমধ্যে মানব জাতিকে যে অসুরের রাক্ষসের বা পশু পিশাচের সমধর্ম্মী হয়ে থাকতে হবে এমনও কোন কথা নাই। সাধারণ মানুষের মধ্যেই রয়েছে একটা ভাগবত স্ফুলিঙ্গ, তাকে কেবলই চাপা না দিয়ে সুযোগ দিতে হয় এবং তা অসম্ভব নয়। "কোটিকে গুটিক" যারা, নেতৃস্থানীয় যারা, যারা দিশারী তাদের মধ্যে অন্ততঃ আশা করা যায়—এই দিব্য স্ফুলিঙ্গ দীপ্ত হয়ে দেখা দেবে; তারপর শ্রেষ্ঠদের আচরণ যে রকম, ইতরেরাও করে তারই অনুসরণ। লোকসংগ্রহের ভার যাদের উপর, তাঁদের চেতনা এতখানি উচ্চগ্রামে প্রতিষ্ঠিত থাকা প্রয়োজন—যাতে ভাগবত চেতনারই ছন্দ, ছন্দের প্রভাব অন্ততঃ, তাতে প্রতিফলিত হতে পারে—তা হলে সত্যকার শান্তির মুক্তির ঐক্যের অভিমুখে আমরা চলতে পারি—তখন আর দিগ্‌ভ্রান্ত ছিন্নাভ্রের মত একান্ত বিনষ্টি নাই, এই সত্যকার ধর্ম্মের স্বল্প মাত্রও বৃহৎ ভীতি থেকে পরিত্রাণ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন-শ্রী

ভাগবত জীবন অর্থ প্রথমে অন্তরে চেতনায় ভগবানের উপলব্ধি, তারপর স্বভাবের—মনের, প্রাণের, দেহেরও বৃত্তির—পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর, তারপর সকলের শেষে বাহিরের স্থূল জীবনে কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন ছন্দ নূতন ব্যবস্থা নূতন উপচার ও আচার-ব্যবহার। এই আচার-ব্যবহার অন্যান্য মানুষের সঙ্গে ত বটেই, কিন্তু যেটি বিশেষ প্রয়োজন জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতার দিক থেকে এবং যার উপরই নির্ভর করবে বাহ্য-জীবনের বৈশিষ্ট্য তা হল জিনিষের সঙ্গে সম্বন্ধ। এই সব-চেয়ে বাহ্য, স্থূলতম প্রয়োগের কথাটা আজ আমরা বলতে চাই।

আধ্যাত্মিক জীবন-যাত্রায় মানুষের সঙ্গে যে আমাদের সম্বন্ধটি নূতন আকার গ্রহণ করবে তা সহজে বোধগম্য ; কিন্তু জিনিষের সঙ্গে, স্থূলের উপচার উপকরণের সঙ্গেও যে আমাদের একটা অপূর্ব্ব অপরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হবে সেটিই হল উত্তম রহস্য। স্থূল-জীবন অর্থই স্থূল বস্তু বা জড় জিনিষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়ে কারবার, তার অর্থ জিনিষের সুব্যবস্থা, সুপ্রয়োগ, সুব্যবহার। আমাদের সত্তা বা আধার আধ্যাত্মিক চেতনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, এ হল আরম্ভ, অপরিহার্য্য প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সে চেতনার প্রকাশ হবে ষোড়শোপচার-শোভিত জীবন-ধারা। এর অর্থ কেবল ঐশ্বর্য্য বা প্রাচুর্য্য নয়, কিন্তু যথা-যোগ্যতা শ্রীময়তা—এই হল পরিণাম, সংসিদ্ধি।

সজাগ সতর্ক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা একরকমে জিনিষপত্রের সুব্যবহার সুশৃঙ্খলা করা যায়। সাধারণ জীবনে যাঁদের কথায় বলা হয় "গোছালো", তাঁরা তাই করে থাকেন। অনেক শিল্পী, সৌন্দর্য্য-রসিক বা আর্টিষ্টের হাতেও এই ভাবে জীবনের সাজসরঞ্জাম একটু উচ্চতর স্তরের লক্ষ্মীশ্রী অর্জ্জন করে। কিন্তু যোগীর ভাগবতজীবন-সাধকের ধরণ অন্য-প্রকারের।

প্রথমত তিনি জানেন, প্রত্যক্ষ করেন প্রত্যেক জিনিষের মধ্যে, তথাকথিত জড়বস্তুরও মধ্যে নিহিত ভাগবত চেতনা—এই নিভৃত চেতনার মূক-বাহন বাহ্য-ছায়া হল জড়বস্তু। মানুষের স্থূল দৃষ্টি বড় জোর মানুষের সঙ্গে সাম্য-মৈত্রীর সম্বন্ধ এনে দিতে পারে—তার চেয়ে একটু বেশি যদি উদার হতে পারি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল জীবের বা প্রাণীর সঙ্গে সহানুভূতির সম্বন্ধও স্থাপন করতে পারি। তাই যখন বলি অহিংসা তখন কথাটির অর্থ প্রাণী জগৎ দিয়েই শেষ করি—গাছপালা শাকশব্জির সম্পর্কে অহিংসাটা প্রায় হাস্যকর আমাদের সাধারণ চেতনার কাছে। অথচ উদ্ভিদেরও যে প্রাণ আছে, তাদেরও যে একটা অন্তর্নিহিত চেতনা আছে, এ কথা আজকাল একান্ত অপরিচিত নয়। কেবল উদ্ভিদের কেন, মানুষের থেকে আরও নীচে আরও দূরে যদি চলে যাই, উদ্ভিদজগৎ পার হয়ে যদি যাই জড়ের জগতে, সেখানে আজ জড়বিজ্ঞান সন্ধান পেতে সুরু করেছে প্রাণের স্পন্দন। সত্যসত্যই একান্তভাবে সর্ব্বতোভাবে যদি অহিংস হতে হয় তবে জড়বস্তু পর্য্যন্ত যাতে আহত না হয় আঘাত না পায়, আমাদের অসাবধানতা বা নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে ভেঙ্গেচুরে না যায় সে বিষয়েও নজর রাখা কর্ত্তব্য হয়ে ওঠে। কারণ প্রাণের চেতনার সীমানা কোথাও নাই।

আধ্যাত্মিক অনুভূতির কাছে জড়বস্তুর যে একটা অস্ফুট বা অভাবাত্মক চেতনা মাত্র রয়েছে তা নয়, সেখানে রয়েছে ভগবানের পূর্ণ চেতনাই, তবে আত্মনিমগ্ন আত্মহারা একৈকাগ্র হয়ে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক জড়বস্তুর আছে একটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তিত্ব, একটা স্বকীয়তা, একটা নিজস্ব সার্থকতা। মানুষের বা প্রাণীরই কেবল যে এ মর্য্যাদা আছে তা নয়, জড়বস্তুরও আছে ঠিক সেই একই মর্য্যাদা। মানুষের সঙ্গে আচারে ব্যবহারে প্রয়োজন যেমন শালীনতা শোভনতা, জিনিষের সঙ্গে ব্যবহারেও প্রয়োজন সেই একই সহৃদয় ভাব ও ভঙ্গী। মানুষের সঙ্গে অথবা প্রাণীর সঙ্গে যে সখ্য যে সৌমনস্য সভ্যজীবনের অঙ্গ তেমনি আমাদের চারপাশে জীবনযাপনের যে সব সাজ-সরঞ্জাম রয়েছে তাদের সঙ্গেও চাই সেই একই অনুরাগ ও অন্তরঙ্গতা। আমাদের সাধারণ চেতনা যেন অশিক্ষিত অসভ্য বর্ব্বর। তার হল অজ্ঞানের স্থূল হস্ত। জিনিষের সঙ্গে ব্যবহারে আদান-প্রদানে দেখা দেয় রূঢ়তা, অযথা অপচয়, বিশৃঙ্খলা। এই সাধারণ চেতনা নিয়ে যত সৌন্দর্য্যনিষ্ঠই আমরা হয়ে উঠিনা কেন, সেখানে পূর্ণ শৃঙ্খলা, নির্দ্দোষ সৌষ্ঠব, অখণ্ড সার্থকতা লাভ করা যায় না। সে জন্য প্রয়োজন আধ্যাত্মিক দিব্য চেতনা যার আলোকে জিনিষের স্বরূপ ও সুরূপ ফুটে ওঠে এবং যার প্রেরণায় তা বাহিরে গড়ে ওঠে।

মানুষের মধ্যে রয়েছে যেমন একটা অভীপ্সা ও আস্পৃহা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার কল্যাণে সে চায় নিজের আকারে প্রকারে আচারে ব্যবহারে সৌন্দর্য্য ও সুষমা, ঠিক তেমনি জড়বস্তুর মধ্যেও রয়েছে সেই একই চেতনার চাপ যার ফলে সেখানেও ফুটে উঠতে চায় একটা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। জড়ের মধ্যে সৌন্দর্য্যের কারুকার্য্য প্রকৃতির এক অপরূপ রহস্য। পৃথিবীর উপরে প্রাকৃতিক দৃশ্যের—স্বভাবের শোভার—কথা কেবল বলছি না; বস্তুর অঙ্গবিন্যাসে গঠনে চলনে রয়েছে পরম শিল্পীর হাত যেন। গ্রহ নক্ষত্র এমন সুন্দর গোলাকার কেন? কেউ ত ভাঙ্গাচুরা, টেরা বাঁকা নয়। শনিগ্রহ কি অপরূপ আকারের—মনে হয় না কি কোন দক্ষ রূপকার কুমোরের চাকে ফেলে তাকে তৈরী করেছে? জ্যোতিষ্করাজির পরস্পরের অবস্থান, তাদের গতিবিধির মধ্যে এতখানি ছন্দ তালমান কোথা থেকে এল?—গাণিতিক সূত্রের মধ্যে কেমন পরিপাটিভাবে তাদের বেঁধে দেওয়া যায়। অণুর মধ্যে, পরমাণুর মধ্যে তেমনি সুশৃঙ্খলা, নিয়মানুগত্য নিপুণ জ্যামিতিক ছক দেখে বিমূঢ় হতে হয়।

জড়বস্তুর অন্তরের গঠনে, গতিবিধিতে এই যে রয়েছে সৌন্দর্য্যের পারিপাট্যের দিকে ঝোঁক, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তা হল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুর নিভৃত ভাগবত চিন্ময় ব্যষ্টিসত্তার চাপ। অধ্যাত্মসাধক প্রথমে জড়বস্তুরও এই আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন পরিচিত হন এবং জীবনের ক্ষেত্রে, বাহ্য কর্ম্মে ও ব্যবহারে এই অন্তঃসত্তাকে, তার স্বরূপের সৌষ্ঠব দিয়ে প্রকট করেন। গ্রীকেরা বলতেন ভাস্কর যখন একখানা পাথর থেকে একটা মূর্ত্তি গড়ে তোলেন, তখন বাস্তবিক পক্ষে তিনি তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে সে মূর্ত্তিকে পাথরের মধ্যে অন্তর্নিহিত দেখেন, দৃষ্টির আলোকে মূর্ত্তির অঙ্গরেখা অনুসারে চলে তিনি কেবল তাকে কেটে প্রস্ফুট প্রকট করে ধরেন। নিজের মন-গড়া একটা যে-সে আকার পাথরের উপর আরোপ করেন না। প্লেতো যেমন বলতেন জ্ঞান অর্থ স্মরণ—বাহিরে থেকে অজানা অচেনা জিনিষ আহরণ নয়, নিজের ভিতরে যা আছে তার পুনঃস্মৃতি, এই হল জ্ঞান। তেমনি শিল্প-ক্ষেত্রেও সৌন্দর্য্যসৃষ্টি অর্থ জিনিষের অন্তর্নিহিত আদর্শ সুষমাকে বাহিরে এনে ধরা। বস্তুর এই অন্তর্মগ্ন সত্যকে সৌন্দর্য্যকে বাহিরে ডেকে আনবার প্রকট করবার মন্ত্রই হল বৈদিক ঋষির সেই মহাবাক্য—আবিরাবির্মএধি।

আমরা বলছিলাম তাই এই কথা যে অধ্যাত্ম-সাধককেও হতে হবে শিল্পী, ভাগবতজীবন-শিল্পী। প্রথমত সে দেখবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জিনিষের—জড় উপচারেরও—অন্তর্নিহিত দিব্য সৌন্দর্য্য; দ্বিতীয়তঃ বাহ্য বস্তু তার এই আন্তর দিব্য আকার যাতে বাহ্যত প্রকট করে ধারণ করে, সাধক-শিল্পীকে তা দেখতে হবে; তৃতীয়তঃ সাধকের অনুভব করতে হবে উপলব্ধি করতে হবে যে এই সব বস্তুই এক একটি ব্যক্তি বিশেষ এবং তাদের সঙ্গে ব্যবহারে একাত্মতা ও সৌভ্রাত্র্যের সৌহার্দ্দ্যের সুষমা ফুটিয়ে তুলতে হবে।

দিব্য চেতনায় বাহিরের অতি স্থূল অতি সামান্য বস্তু-রাজির সঙ্গেও সম্বন্ধ কি সজীব মধুর হয়ে ওঠে, একটি প্রার্থনায় সে অভিজ্ঞতা শ্রীমা আমাদের বলে দিয়েছেন। ফরাসী দেশ থেকে বিদায় নিয়ে আসছেন ভারতবর্ষে—সেই সময়ের কথা:—

"আমার যাত্রার দিন যতই নিকটে আসছে, ততই অন্তর আমার কেমন আত্মসমাহিত হয়ে চলেছে, কেমন গাঢ় স্নেহার্দ্র দৃষ্টি পড়ছে গিয়ে এই যে ছোট ছোট তুচ্ছ জিনিষ সব আমায় ঘিরে চারিদিকে ছিল তাদের উপর। নিঃশব্দে তারা বৎসরের পর বৎসর ধরে আমার সঙ্গে ছিল পরম সুহৃদের মত। তাদের জন্য এখন আমার এই আন্তরিক প্রার্থনা—তাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগ্যে যদি থাকে, অল্পদিনের জন্য হোক আর দীর্ঘদিনের জন্য হোক, আমার হাত থেকে তারা অন্য হাতের মধ্যে গিয়ে পড়বে, তবে সে হাতের স্পর্শ তাদের পক্ষে হয় যেন কোমল, হে ভগবান! তোমার ভালবাসা যাদেরকে অজ্ঞানের বিশৃঙ্খলা থেকে উদ্ধার করেছে তাদের সম্পূর্ণ সম্মান রেখে যেন চলে সে হাত।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষী তনু

ভগবান মানবশরীর গ্রহণ করে থাকেন। তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে তখন তাঁকে চিনে ওঠা অনেক সময়েই সম্ভব হয় না—অনেক ক্ষেত্রে যে কেবল চিনি না জানি না তা নয়, অবিশ্বাস করি অবজ্ঞা করি। ভিতরের সত্য দেখবার দৃষ্টি মানুষের কোথায় ?

মানুষের আধার এক অপরূপ পদার্থ। আমরা বললাম ভগবান সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু অ-ভাগবত সত্তা সবও তার মধ্যে আবির্ভূত হতে পারে। মানুষরূপ নিয়ে পিশাচ বা রাক্ষস বা অসুর দেখা দিতে পারে—দেবতাও দেখা দিতে পারে। মানুষের মধ্যে রয়েছে বিশ্বের যাবতীয় লোক ও যাবতীয় তত্ত্ব—চতুর্দ্দশ ভুবন ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। সুতরাং যে কোন লোকের জীব তার উপর ভর করতে পারে, তাকে আশ্রয় করে নিজেকে প্রকটিত প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। অন্যান্য স্তরের জীব মানুষী তনুর জন্য এত লোভাতুর কেন? কারণ এই। এই স্থূল জড়জগৎ, এই পৃথিবী বিশ্বলীলার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন কেন্দ্রস্থল—এখানে নিহিত রয়েছে সৃষ্টির একটা গভীর রহস্য, একটা অনুপম সার্থকতা। স্থূলে আনন্দ ভোগ করবার জন্য, পৃথিবীর উপর আপন আধিপত্য স্থাপন করবার জন্য, এই এখানে সর্ব্বময় বিধাতা হয়ে উঠবার জন্য সকল সত্তার রয়েছে একটা দুর্ব্বার আবেগ। এবং এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য, এই সাধ মিটাবার জন্য মানুষের অপেক্ষা সুষ্ঠুতর আধার ও যন্ত্র নাই—কারণ মানুষই বিশ্বশক্তির শ্রেষ্ঠতম যোগ্যতম বিকাশ—তার অঙ্গ সব যেমন বিকশিত সুব্যবস্থিত; তারা যেমন বিভিন্ন বৃত্তিকে প্রতিফলিত রূপায়িত করে ধরতে পারে, এমন আর কোন প্রাণীর মধ্যে সম্ভব নয়। এই জন্যেই কি ভূতগ্রস্ত মানুষটিকে মুক্ত করবার জন্যে খৃষ্ট ভূতগুলিকে পশুর শরীর—শূকর পাল—আশ্রয় করতে বাধ্য করেছিলেন এবং তাদের শেষ করেছিলেন জলে ডুবিয়ে ?

সৃষ্টি হল প্রথমে একটা অবতরণের ঝোঁকে—উর্দ্ধতম লোকাতীত পরাচেতনার অবতরণ এই জড়ের মাটির ঘনীভূত কঠিন নিরেট অণুরাশি রূপে। এই অবতরণের ধাপে ধাপে যত সত্তা বা জীব আবির্ভূত হয়েছে, তাদেরও মধ্যে সেই নিম্নাভিমুখী প্রবাহের টান স্বভাবতই থেকে যায়, তারাও বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাদের মধ্যে একটা কিছু নিভৃতে চায় এই পৃথিবী পর্য্যন্তই চলে আসতে—আবার ঊর্দ্ধমুখী প্রবেগের পথেও তাদের গতি হয় মানুষ পর্য্যন্ত উঠে আসতে, হয়ত স্থূলের মধ্যে যে সার্থকতা ফুটে উঠছে বা উঠবে, অন্তিমে তার অংশ ভোগ করতে। যা হোক সে-রহস্যের বিষয় একটু পরে বলছি।

এখন বলছিলাম ভগবানের মানুষ রূপ হয়ে আসার কথা। ভগবান মানুষ হল কেন, কি উদ্দেশ্যে, কি প্রয়োজনে? তখন তাঁর গতিবিধি চাল-চলন কি—কিমাসীত ব্রজেত কিম্? এ বিষয়ে খৃষ্টীয় সাধনায় একটি সুন্দর তথ্য ও সিদ্ধান্ত আছে। এবং বলা যেতে পারে ইহা একান্ত খৃষ্টীয় সাধনার আবিষ্কার ও বৈশিষ্ট্য। খৃষ্টীয় তত্ত্ব বলছে ভগবান নিজে ঠিক আসেন নি তবে তাঁর নিজের পুত্রকে পাঠিয়েছেন—তা হলেও পিতা পুত্র মূলতঃ একই—I and my Father are one—পৃথিবীতে মানুষরূপ ধরে। কি জন্যে? মানুষের পাপ গ্রহণ করতে। অর্থাৎ মানুষ হল পাপের আগার—নিজের চেষ্টায় সাধনায় পাপমুক্ত হয়ে নিজের আধ্যাত্মিক বা ভাগবত চৈতন্য ও জীবন কিছু লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়—তাই পরম কারুণিক ভগবান মানুষরূপে এসেছেন মানুষের হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এবং এই ভাবে মানুষকে, ভগবৎ প্রসাদের অধিকারী করে তুলতে। এই হল vicarious atonement (একের পাপের ভার অন্যের গ্রহণ করা) ও redemption (পাপোদ্ধরণ)-এর তত্ত্ব। মদ্য ও রুটির রূপকের—Eucharist—সাহায্যে এই কথা বলা হয়েছে যে খৃষ্টীয় সাধক নিজের রক্তকে খৃষ্টের রক্ত করে তোলেন ও নিজের দেহ খৃষ্টের দেহ করে তোলেন—খৃষ্টের স্থূল আধারকে নিজের স্থূল আধারের অঙ্গীভূত করে তোলেন— মলিন জলে চুণ ঢেলে দিলে সে জল গাদ কেটে পরিষ্কার হয়ে ওঠে—সেই রকম খৃষ্টের শারীর চেতনা সেবন করে খৃষ্টীয় সাধকের শারীর চেতনা শুদ্ধ হয়ে ওঠে। পাপ স্বীকার করা অর্থ ক্রুশ স্বীকার করা—খৃষ্টের এই করুণ পরিণাম ভগবানের কারুণ্যের পরিচয়, কারণ ক্রুশগত খৃষ্ট হল মানুষের অমৃতময় জীবন—Life everlasting.

আমাদের দেশে ভগবানকে এ ভাবে দেখান হয় নাই। ভগবান পাপভারহর্ত্তা—অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি —এই হল এখানে ভগবানের বার্ত্তা, কিন্তু পন্থা ভিন্ন রকমের।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্যের পাপ—অর্থাৎ অশুদ্ধি দুর্ব্বলতা—গুরু যে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে নেন এবং এই ভাবে শিষ্যকে আত্মশুদ্ধির জন্য সাহায্য করেন—এই তথ্য আমাদের খুবই পরিচিত। শিষ্যের অশুদ্ধি নিজের মধ্যে গ্রহণ করার ফলে গুরুকে যে প্রতিক্রিয়া স্বীকার করতে হয়, যে ফলভোগী হতে হয়—যেমন রোগভোগ—তা শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টান্তে আমরা জানি। যে কাল-ব্যাধি তাঁকে আক্রমণ করে তার উৎপত্তি শিষ্যদের সংস্পর্শ ও ঘনিষ্ঠতা, শ্রীরামকৃষ্ণ তা নিজে বলে গিয়েছেন—ঠিক এই ব্যাধির জন্যই আবার স্থূলদৃষ্টি নাস্তিকেরা বিদ্রূপের মত অবজ্ঞা করেই (স্মরণ করুন গীতার অবজানন্তি মূঢ়াঃ) বলে থাকেন—ভগবানের "কান্‌সার" হয়, এ কি রকম অসহায় বেচারা ভগবান!

কিন্তু রহস্য ঠিক এইখানেই। ভগবান মানুষ হয়েছেন অর্থই তিনি মানুষের সমধর্ম্মী হয়েছেন—এবং মানুষের দুর্ব্বলতা স্বীকার করে নিয়েছেন, শুধু কথায় নয় রূপক হিসাবে নয়, কার্য্যতঃ সত্যসত্যই—তাই ত খৃষ্টের মধ্যে তাঁর শেষ মুহূর্ত্তে দেখি এই মানুষী দুর্ব্বলতা—ভগবানকে যখন বলছেন দারুণ বিষভাণ্ডটি তাঁর মুখের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাতে ও-জিনিষ সত্যই তাঁকে যেন আর পান না করতে হয়।

মানুষ হয়ে ভগবান দেখান কি রকমে মানুষভাব থেকে দেবভাবে ভাগবতভাবে উন্নীত হওয়া যায়—ভগবান তাঁর মানবজীবন দিয়ে এই সাধনার পরিচয় দেন। মানুষ নিজেকে পাপী তাপী, দুর্ব্বল অসহায় বলে জানে—তার পক্ষে অধ্যাত্ম-সিদ্ধি, দিব্যজীবন, ভাগবত চেতনা এ-সব মনে হতে পারে নিরর্থক অন্তঃসারশূন্য কল্পনা-জল্পনা—আকাশকুসুম রচনা মাত্র। এ সব হল আদর্শ বিলাস মাত্র—অন্ততঃ সকলের বহুজনের সাধারণের পক্ষে শোভা পায় না—যারা বীর শক্তিমান দুঃসাহসী আত্মশ্রদ্ধালু সেই কতিপয়েরই এ পথে সময় ও শ্রম ব্যয় করবার অবকাশ আছে। এই প্রমাদ এই ভ্রান্ত ধারণা এই চলিত সুলভ অবিশ্বাস দূর করবার জন্যেই ভগবান কার্য্যতঃ—যাকে বলে "হাতে কলমে"—দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন কি রকমে মানুষী দুর্ব্বলতা উত্তীর্ণ হতে হয়। মানুষের মধ্যেই তার শত দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও রয়েছে এক ভাগবতী শক্তি, যার কল্যাণে মূকং করোতি বাচালং।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর দ্বিতীয় রহস্য হল এই, কেবল ব্যক্তিগত হিসাবে নয় সমষ্টিগত হিসাবেও ভগবানের মানুষরূপ একটা বিশেষ প্রয়োজন সাধন করে। ভগবান নীচের স্তরে নেমে আসেন, তার বিধি-বিধান স্বীকার করে নেন তাদের পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য; তার মধ্যে যেখানে যেটি ধ্বংস করা প্রয়োজন তাকে ধ্বংস করা, যেটি শুদ্ধ করা সম্ভব তাকে শুদ্ধ করা, যাকে রক্ষা করা উপচিত করা দরকার তাকে রক্ষা করা উপচিত করা—এই তাঁর ব্রত। এর অর্থ সংঘর্ষ, এর অর্থ নিশ্চয় সংগ্রাম—তার ফলে ভাগবতী তনুরও ক্ষতচিহ্ন স্বীকার করতে হয়—এটা হল এই স্তরের ধর্ম্ম, এই খেলার নিয়ম। কিন্তু ভগবান এই রকমে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে সহজ করে তোলেন; মানুষের হয়ে ভগবান প্রকৃতিকে জয় করে দিয়ে চলেছেন যাতে সাধারণ মানুষের পক্ষে পুনরায় সে জয়লাভ করা সহজ হয়ে ওঠে। যদি প্রশ্ন তোলা যায় প্রকৃতির জয় বা পরিবর্ত্তন সাধন ভগবান তার স্বরূপে বা বিশ্বরূপে থেকেই করতে পারেন—এ কাজের জন্য মানুষী তনুর কি সার্থকতা? প্রথম কথা ভগবান যদি অন্তরে অন্তরালে থেকে সূক্ষ্মভাবেই সব কাজ করবেন, তবে স্থূলের সৃষ্টি হল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন, স্থূলের প্রয়োজন কি? আমরা বলেছি এই জড় এই পৃথিবী এই মাটিই—এই মাটির দেহই হল ভগবানের লীলা-ক্ষেত্র, সৃষ্টিরহস্যের কেন্দ্র ও গ্রন্থী। সকল অশরীরী শক্তি ও সত্তা এখানে নেমে এসে শরীরী হতে চায় এখানকার অধিকার সব লাভ করতে—অসুরে চায়, দেবতায় চায়—তাই ভগবানকেও নামতে হয়, শরীরীর সম্পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করতে হয় শরীরী হয়ে। তারপর এই শরীরের আছে নিজস্ব সার্থকতা—শরীর এসেছে হয়েছে যাতে শুদ্ধ রূপান্তরিত হয়ে দিব্যসত্তা লাভ করে। আরো কথা এই, অন্য কোন লোক হতে—বিশ্বাতীত বা বিশ্বগত চেতনা হতে জগতের জড়ের বা আধার বিশেষের উপর কাজ করা অর্থ হল জোর করা, চাপ দেওয়া, অন্যধর্ম্মের আরোপ চেষ্টা—এ ধারার প্রয়োজন আছে এবং শক্তি এভাবে খেলে থাকে—কিন্তু এর সঙ্গে চাই আর একটি ধারা,—আমাদের দিক থেকে তারই প্রাধান্য বেশি—তা হল শরীরের নিজস্ব সজাগ ইচ্ছাশক্তি—জড়ের নিজস্ব আত্মনিবেদন আত্ম-উন্মীলন—অন্য কোথাও থেকে একটা প্রভাব প্রেরণা বা চাপের ফলে নয়, জড় দেহ স্বেচ্ছায় নিজের ভিতরের তাগিদে চাইবে জড়াতীতকে, দেহাতীতকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিক তাই ভাগবতী তনু দেখিয়ে দেয় কি রকমে জড় পর্য্যন্ত চাইতে পারে অধ্যাত্মকে, প্রমাণ করে দেয় জড় একান্ত জড় নয়, তারও মধ্যে নিহিত রয়েছে একটা চিন্ময় আস্পৃহা ও চেতনা।

একটা কথা চলিত আছে, অন্যলোকের অধিবাসী—রাক্ষস, অসুর বা দানব—এমন কি দেবতা পর্য্যন্ত যদি মুক্তি চায়, যদি ঊর্দ্ধতর বা ঊর্দ্ধতম পদবীতে উন্নীত হতে চায় তবে তাকে পৃথিবীতে মানুষজন্ম গ্রহণ করে আসতে হবে। এই মানব শরীরেরই মধ্যে ঊর্দ্ধায়ণের সাধনা সম্ভব। পুরাণের ভাষায় বলা যেতে পারে, অন্যান্য লোক হল ভোগভূমি, পৃথিবী হল কর্ম্মভূমি। অর্থাৎ অন্যান্য লোক এক এক বিশেষ চেতনার বিশেষ ধর্ম্মের আয়তন ও অচলায়তন—যেখানকার যে স্বধর্ম্ম তার পরিবর্ত্তন হয় না, যার যা প্রকৃতি বা সঞ্চিত কর্ম্ম কেবল তার প্রকাশ হয় লীলা হয় ভোগ হয়। কিন্তু নূতন কর্ম্ম অর্জ্জন করতে হলে, আত্মপ্রকৃতির মধ্যে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করতে হলে, তার মুখ ফেরাতে হলে এই পৃথিবীতে মানব-দেহ ধারণ করতে হবে। কারণ প্রথমত পূর্ব্বে বলেছি মানুষ হল সৃষ্টির যাবতীয় স্তরের সমবায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং চেতনা সেখানে যে কোন স্তরে উঠে যেতে বা নেমে আসতে পারে, সেখানে যে কোন স্তরে স্থিতি লাভ করা সম্ভব ; তাই বলা যেতে পারে মানুষের মধ্যে তার মেরুদণ্ডেরই মত আলম্বিত রয়েছে চেতনার আরোহণী—বৈদিক ঋষি যেমন বলেছেন ঋজু বংশদণ্ডের মত যাকে ধরে ঊর্দ্ধে উঠে যাওয়া যেতে পারে—উদ্বংশমিব যেমিরে। কিন্তু গুহ্যতম রহস্য এই—মানুষের মধ্যে আছে সেই অপূর্ব্ব এক অঙ্গ—দিব্য হৃদ্‌কুণ্ড—যা হল নব দৃষ্টির নব সৃষ্টির উৎস, পরিবর্ত্তনের পরাবর্ত্তনের অনুমন্তা ও নিয়ন্তা—যা হল পূর্ণ পরম সার্থকতার, পরাচেতনার বা ভগবানের অভিমুখে যাত্রাপথে উন্মুক্ত জ্যোতির্ম্ময় তোরণ, এ-লোক হতে ও-লোকের মধ্যে অমৃতময় সেতু। পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যকে অধিকার করতে ভোগ করতে, ঐহিকে শরীরী আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায় সকলেই—মানুষেও, এবং মনুষ্য-লোক ব্যতীত অন্যান্য লোকের অধিবাসীরাও—যক্ষ রক্ষ দেব দানব পর্য্যন্ত। কিন্তু এ রকমে তাদের সকলকেই আবার একটা সুযোগ দেওয়া হয়—অনেকে সে সুযোগ গ্রহণ করে, কেউ কেউ সজ্ঞানে, কেউ কেউ অজ্ঞানে—যাতে তারা তাদের স্বধর্ম্ম বিশেষের মধ্যে চিরকালের জন্য আবদ্ধ না থেকে বিবর্ত্তিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হতে পারে—চেতনার ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধতর স্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, নিরন্তর অগ্রসর হয়ে চলতে পারে—"নিরারত" (ঋগ্বেদ)—ধর্ম্মান্তর রূপান্তর গ্রহণ করে বৃহত্তর মহত্তর সত্তা লাভ করতে পারে। মানবাধার মনে হয় এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অপরূপ অনুপানের কাজ করে।

এই দুর্ব্বল এই মরণশীল মানব-শরীরের উপর তাই রয়েছে ভগবানের একটা আশীর্ব্বাদ, এক দিব্য প্রসাদ।

ভগবান এই আধি-ব্যাধি প্রপীড়িত মানব-দেহ স্বীকার করে নেন—কারণ জগৎকে মানুষকে এই রকমে ছাড়া অন্য উপায়ে স্বীকার করবার গ্রহণ করবার উপায় নাই। ভগবানের কাজই ত এই—সৃষ্টি এখন যেমনটি আছে তাকে ঠিক তেমনি ভাবে গ্রহণ করে, তার ভিতর থেকে ধীরে ধীরে তাকে শুদ্ধ ও রূপান্তরিত করে ধরা। ভগবান যদি তাঁর অজর অমর চিন্ময় দেহ ধারণ করে আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়ান তাহলে তাঁকে আমরা দূর হতেই প্রণাম করব, আমাদের নিজের আপনার লোক বলে গ্রহণ করতে পারব না? শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কত নিকটে এসেছিলেন তাঁর মানুষভাব নিয়ে—অর্জ্জুন একদিন দিব্যচক্ষু দিয়ে হঠাৎ সে রহস্য দেখতে পেলে—অভিভূত হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বললে—"তুমি আমার পিতা, তুমি আমার সখা, তুমি আমার প্রিয়; তোমার সঙ্গে কত বাচালতা প্রগল্‌ভতা করেছি, আহারে বিহারে কত অশোভন কি করেছি—হে প্রভু, আমার সে সব প্রমাদ ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।" ভগবান তাঁর স্পর্শ-মাত্রে মৃতকে যদি হঠাৎ জীবন দান করেন, অন্ধকে চক্ষুষ্মান করেন, রোগীকে সুস্থ করে তোলেন তবে তা অত্যাশ্চর্য্য বটে, অঘটন বটে—miracle বটে—কিন্তু তাঁর আরও বড় আশ্চর্য্য কর্ম্ম হল তিনি আধি-ব্যাধির অতীত হয়েও নিজের দেহে এ সকলের লাঞ্ছনা স্বীকার করে নিয়েছেন, দেহকেই পরিশেষে আধি-ব্যাধি বিমুক্ত করে ধরতে, তাকে অমৃতময় করে তুলতে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় ভগবানের মানবীয় তনুর মাহাত্ম্য যে-ভাবে কীর্ত্তিত হয়েছে তার তুলনা নেই। গোলোক—রাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলাভূমি—ব্রহ্মলোকেরও উপরে, তা হল চরমতত্ত্ব। আর মানবীয় রূপ ছাড়া রাধাকৃষ্ণের কোন অর্থই হয়না—বরং এই যুগল রূপের সমস্ত রহস্যই তাঁদের মানবীয় আকারে। মানবীয় আকার যে প্রকৃতির শত সহস্র রূপের মধ্যে একটি রূপ মাত্র, বিবর্ত্তনের ধারায় প্রকটিত একটা বিশেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালের ও স্থানের অনিত্য একটা আধার মাত্র, তা নয়; বৈষ্ণবতত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছে মানুষ-রূপের আছে একটা চিরন্তন সনাতন সত্য, ভাগবত তনুর সঙ্গে তার আছে নিবিড় সংযোগ। ভগবানকে মানুষ আকারে দেখা যে কেবল মানবীয় সংস্কার মাত্র (anthropomorphism) তা নয়। তবে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে দেহের চিন্ময় আকার বা প্রতিরূপেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বা একান্ত করে ধরা হয়েছে। আমরা পার্থিব দেহকে স্বীকার করি এবং এর ভাগবত সার্থকতায় বিশ্বাস করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন ও সংযম

(পত্র)

এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই যে ইউরোপে art of life-টি খুব ভাল জানা আছে—আমাদের দেশে ও-বস্তু আদৌ নাই। প্রাচ্যে এক আছে জাপানে এবং বেশ ভাল ভাবে। আমাদের দেশ ও মোটের উপর সমস্ত প্রাচ্যখণ্ড বর্ত্তমানে ভীষণ তমোগ্রস্ত, চিন্তায় কর্ম্মে আমাদের দারুণ আলস্য—যতটুকু না করলে নয়, দিনগত পাপক্ষয়ের জন্য যতটুকু করতে বাধ্য হই, তার বেশি আমরা নড়তে চড়তে চাই না। অবশ্য কিছুদিন হ'ল নূতন একটা হাওয়া দিয়েছে বটে—কিন্তু সেটি এখনও স্বল্প, এখনও আবদ্ধ মুষ্টিমেয়ের মধ্যে। ভবিষ্যতে একটা নূতন সৃষ্টির আয়োজন চলছে, এই আশাই ত করি।

আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন ইন্দ্রিয়-সংযমের ঠিক অর্থ কি? জীবনে তার প্রয়োজনই বা কি? আমরা ভারতে ও আদর্শটি খুব ফলাও করে ধরেছি কিন্তু আমাদের পরিণাম?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর ইউরোপে ওর বালাই নেই অথচ ইউরোপই আজ জগতের রাজা।

প্রথম কথা, ইন্দ্রিয়-সংযম দরকার কি দরকার নয়, তা নির্ভর করে আমাদের আদর্শ কি তার উপর। ইংন্দ্রিয়-সংযম একটা বিশেষ লক্ষ্যের বিশেষ উপায় মাত্র। জীবনের অর্থ যদি হয় প্রাকৃত জীবন-ভোগ, ব্যসন, প্রতাপ-প্রতিপত্তি —ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মে প্রেরণায় জীবনকে গড়ে তোলাই যদি হয় লক্ষ্য, তবে সেখানে ইন্দ্রিয়-সংযমের কথা কিছু উঠতে পারে না, সেখানের মন্ত্র ইন্দ্রিয়-পরিশীলন।

জীবন-যাত্রার দুটি পথ—এক প্রবৃত্তির আর এক নিবৃত্তির। ইন্দ্রিয়কে ধরে, ইন্দ্রিয় যে দিকে চলে সেই দিকে চ'লে, ইন্দ্রিয়ের শক্তি সামর্থ্যকে বিকশিত ক'রে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে স্তূপীকৃত ক'রে, যথাসম্ভব সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর ক'রে জীবনকে সমৃদ্ধ করা হল এক পথ। আর একটি, ইন্দ্রিয় থেকে, ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে সরে সরে তাদের সীমানার বাহিরে, অন্তরে উর্দ্ধে একটা যায়গায় যাওয়া। যাঁরা এ-পথে গিয়েছেন তাঁরা সকলে একবাক্যে বলেন যে এ-রকমে যেখানে পৌঁছান যায় সেটা হল পরম শান্তি, পরম জ্যোতি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম সত্যের লোক। ফলতঃ জীবনের আসল রূপ, তার সত্যকার পূর্ণ পরিপূর্ণতা ঐ লোকে। এঁরা বলেন, ইন্দ্রিয়ের, বহিরিন্দ্রিয়ের গড়া জগৎ জীবন হল বিকৃত জগৎ জীবন—তা ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ক্লেদময়, বাহ্যতঃ আকারে সেখানকার সম্পদ যতই বিপুল হোক না, সত্যত তা অল্পস্বল্প। কিন্তু মানুষের আছে অন্তরিন্দ্রিয়, মানুষের আছে অতীন্দ্রিয়, যাকে আশ্রয় করে মানুষ অমৃতের পুত্র, বৃহতের ভূমার অধিবাসী। ইন্দ্রিয় সংযম অর্থই তবে এই—ইন্দ্রিয়ের বহির্গামী স্রোতে না ভেসে গিয়ে, নিজেকে টেনে উজানের দিকে চলা। জীবনের উৎস থেকে দূরে ক্রমেই সরে সরে না গিয়ে, উৎসের মধ্যে ক্রমে ফিরে আসা—ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিকে সংহরণ করা, প্রত্যাহার করা, গুটিয়ে নিয়ে আত্মস্থ, উচ্চস্থ করা।

যদি বল, লাভ কি? জীবনের বাহিরে চ'লে না হয় গেলাম—বৈকুণ্ঠে, স্বর্গে, ব্রহ্মে, নির্ব্বাণে; কিন্তু জীবন ত গেল। ভারতে বাস্তবিকও দেখি তাই ত হয়েছে। মুনি, ঋষি, সাধু, সিদ্ধ, অবতারের অভাব নাই—কিন্তু তাঁরা আছেন তাঁদের লোক নিয়ে, বাস্তবের লোক কিন্তু রয়েছেই দীন দুঃস্থ শ্রীহীন হতভাগ্য। অবশ্য এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই পরিণামে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হবেন না—মেয়ের মুখে পর্য্যন্ত তাই ভারতে আমরা একদিন শুনেছি উদাত্ত বাণী; "বিত্ত দিয়ে কি আমি অমৃতত্ব পাব? অমৃতত্ব যাতে আমি পাবনা, তা দিয়ে আমি কি করব?"

অবশ্য জীবন এবং জীবনাতীত, ইন্দ্রিয়-সংযম ও ইন্দ্রিয়-লীলা, এই দু-এর মধ্যে যে বিরোধ থাকবেই এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। সে সামঞ্জস্য দুর্লভ দুষ্কর হতে পারে কিন্তু অসম্ভব নয়। ভারতবর্ষেই সে সাধনার ধারা ছিল। বরং ইউরোপেই ভারতের চেয়েও বেশি ঐ বিরোধের, দ্বন্দ্বের দিকটাই ধরে দেখিয়েছিল। খৃষ্টীয়ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়সংযমের ব্যবস্থা দিয়ে বলেছে—ঐ পথে মিলবে খৃষ্টের স্বর্গরাজ্য আর যারা ইন্দ্রিয়ভোগ নিয়ে থাকতে চায় তারা থাকবে তাদের প্রাকৃত বা লৌকিক রাজ্য নিয়ে (Kender unto Caesar what is Caesar's)। ইউরোপে এইভাবে বিরোধের ফলে দুইদিকেরই মাত্রা উগ্র ও উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছে। খৃষ্টীয় সাধনায় ইন্দ্রিয়সংযম অর্থ হয়েছে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শরীরের ও প্রাণের উপর উৎপীড়ন; আর ইন্দ্রিয়ের রাশকে যখন ছেড়ে দেওয়া দূষণীয় মনে করে নাই, তখন চলে গিয়েছে প্রায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্দামতার ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে। ভারতে মানুষের এই দুটি অংশকে একটা সামঞ্জস্যের মধ্যে স্থাপন করবার চেষ্টা হয়েছিল—লৌকিক জীবনকে পারলৌকিক জীবনের সোপান বা প্রস্তুতকরণ বলে ধরা হয়েছিল, অধ্যাত্ম-সার্থকতার উপায় হিসাবে পার্থিবকে, প্রবৃত্তিকেও নিবৃত্তির সহায় করে সাজান হয়েছিল। তাই শুধু মুক্তির সাধনায় নয়, ভুক্তির ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়-সংযমের একটা স্থান করে দিয়েছিল। তাই ভারতবাসীর প্রকৃতির মধ্যে দেখি—সাত্ত্বিকতা যতখানি সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, ইউরোপের মধ্যে ততখানিই রজোগুণের প্রাধান্য হয়েছে। অবশ্য সাত্ত্বিকতা সহজেই তামসিকতায় পরিণত হয়—ভারতে হয়েছেও তাই। কিন্তু রজো-গুণেরও ঐ পরিণামই হয় শেষে, ভিন্ন রকমে, অন্য পথে। এক ধারায় জীবন ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে নিভে আসে, আর এক পথে হাউই-বাজির মত খুব খানিকটা সোরগোল চটক দেখিয়ে, জ্বলতে জ্বলতে, পুড়তে পুড়তে একই অঙ্গারে পরিণত হয়।

জীবন অর্থ ইন্দ্রিয়ের লীলা। ইন্দ্রিয়-সংযম বলতে বুঝায় যদি শুধুই ইন্দ্রিয় থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাওয়া—প্রত্যাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—তবে অবশ্য সে ইন্দ্রিয়-সংযমের স্থান জীবনের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযম অর্থ হতে পারে ইন্দ্রিয়কে বশে রাখা, নিয়মের মধ্যে শৃঙ্খলার মধ্যে, সুসঙ্গতির মধ্যে রাখা। ইন্দ্রিয়-সংযমের এই হ'ল লৌকিক অর্থ, এইটিই হ'ল পুরোপুরি প্রত্যাহার বা বৈরাগ্যের দিকে প্রথম ধাপ, তৈরী-হওয়া— ভারতে জিনিষটাকে এইভাবে দেখা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, এই লৌকিক ইন্দ্রিয়-সংযম কেবল যে ভারতেরই বিশেষত্ব, তা ঠিক নয়—ইন্দ্রিয়ের পূজারী ইউরোপেও একে স্থান দিয়েছে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মে কেবল নয়, সেখানকার ঐহিক জীবনেও। কারণ, এ কথাটা ভুললে চলবে না, ইন্দ্রিয়ের যে অবাধ স্বাধীনতা, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচার তা আদর্শরূপে গৃহীত ও অনুসৃত হয়েছে বিশেষভাবে এই আধুনিক যুগে এবং তা আবদ্ধ একটা বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে। আজ যে জিনিষটা বুর্জ্জোয়া-ধর্ম্ম বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, সেটিই একদিন ইউরোপের সমাজ ও জীবন গেঁথে তুলবার অনেক সহায় হয়েছিল। অবশ্য ভারতের মত ইউরোপ মোটের উপর বৈরাগ্যমুখী হয় নাই—ইন্দ্রিয়ের পরিশীলনই সে করতে চেয়েছে, প্রত্যাহার নয় কিন্তু তাই বলে সে যে কেবল উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লতাকে ধরে চলেছে, এমন নয়। Byron বা Oscar Wilde ইউরোপের চরম আদর্শ নয়। বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক Balzac যখন লিখতে বসতেন তখন তিনি বসতেন একান্তে, পরে নিতেন খৃষ্টীয় পাদরীর আলখেল্লা, যাতে একাগ্রতার, তপস্যার ভাব জেগে থাকে। নেপোলিয়ন, সীজর, আলেক-সান্দের অসহায় ইন্দ্রিয়ের দাস ছিলেন না। ফলতঃ একটা সংযমের বনিয়াদ না থাকলে কোন দেশ বা জাত বা মানুষ প্রকৃতপক্ষে বড় হতে পারে না—সংযম অর্থ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বা ইন্দ্রিয়-নির্ব্বাণ হবেই, তা নয়, মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা হতে পারে এবং সাধারণ জীবনে এই ব্যবস্থাটিরই দরকার। ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ হ'ল খরচের দিক—ইউরোপে আজকাল এই দিকটাই বেশি হয়ে উঠেছে বটে; কিন্তু মনে হয় এ ভাবে ইউরোপ তার পুরনো পুঁজি ভেঙ্গে খেয়ে চলেছে এবং সে পুঁজি ফুরিয়ে আসবার বোধ হয় দেরি নাই। পুঁজির মূল হ'ল সংযম—সংযমেই জমার দিক, শক্তি-সঞ্চয়ের দিক।

অবশ্য এমন হতে পারে ইন্দ্রিয়-সংযমের যে সব ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল—সামাজিক, নৈতিক প্রভৃতি—সে গুলি আজ আর আমাদের প্রাণে সাড়া দেয় না—মানুষের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেতনা চায় উদারতর, বৃহত্তর স্থিতি। মন-গড়া বিধি (Conventions) নয়—সে চায় সার্ব্বভৌমিক, সত্যপ্রতিষ্ঠ ধর্ম্ম। এ কথা অবশ্য আলাদা—এ সমস্যা ও তার মীমাংসার চেষ্টা আমাদিগকে গভীর জলে নিয়ে যাবে—তাই এখানে বিরত হ'তে হ'ল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনার স্তর

(পত্র)

বহুযুগ পরে সেদিন বৈষ্ণব সাধুভক্তদের জীবনী একখানা (শিশির ঘোষ কৃত) পড়ছিলেম। একটি জিনিষ এবার আমাকে বিশেষ রকমে আশ্চর্য্য করে দিল—মনে হল যেন সাধুভক্তদের চিত্তসংযমের বালাই নাই। কথায় কথায় অকারণে তুচ্ছ কারণে তাঁরা কেঁদে ভাসিয়ে দেন—সুখে দুঃখে নেচে কুঁদে একসা করেন। আমি অভ্যস্ত গীতার যোগীর আদর্শে—দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা, সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। যাঁদের সাধনা হল ধর্ম্মজীবন অধ্যাত্মজীবন তাঁদের কাছে ধৈর্য্য স্থৈর্য্য সমতাই প্রত্যাশা করি। কিন্তু এখানে কি দেখি? সাধারণ মানুষেরাও অনেকে এতখানি বিচলিত আলোড়িত হয়ে পড়ে না ঘটনাচক্রের আঘাতে—"মাত্রাস্পর্শে"। আমার কেবলি মনে আসছিল আধুনিক পণ্ডিতেরা যদি একে neurotic, feeble-minded প্রভৃতি আখ্যা দেন তবে কি তা একান্ত ভিত্তিহীন? চিত্তা-বেগের এতখানি তীব্রতা, উদ্বেলতা, আবিলতা, এতখানি মুক্ত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবাধ-প্রকাশ উপপ্লাবন—এও রিপুর বশ্যতা, প্রকৃতির দাসত্ব, অশক্তির অজ্ঞানের খেলা নয় ?

ব্যাপারটি কি তবে ? একটি কথা মনে হল তখন—বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদের উক্তি। শ্লোকটি ঠিক আমার স্মরণে নাই, তবে তার ভাবার্থ এই—"হে বিষ্ণু! বিষয়ের উপর প্রাকৃতলোকের যে রকম প্রীতি, তোমার উপর আমার প্রীতি যেন সেই মত হয়।" বৈষ্ণব সাধনার—ভক্তিমার্গের মূল কথাটি এই—হৃদয় প্রাণ দিয়ে ভগবানকে চাওয়া হৃদয় প্রাণকে ভগবৎমুখী করা। প্রাকৃত হৃদয় প্রাণ আসক্ত রসায়িত আনন্দিত প্রাকৃত ভোগ্যবস্তুর মধ্যে—তেমনি আসক্ত রসায়িত আনন্দিত প্রাকৃত প্রাণ হয়ে উঠবে ভগবানের, ভাগবত বস্তুর মধ্যে। হৃদয় প্রাণের এই ধর্ম্মান্তর (conversion) বা দিক পরিবর্ত্তন হল বৈষ্ণব সাধনার রহস্য। তুলসীদাসের, বিল্ব-মঙ্গলের জীবনে এই ঘটেছিল। হৃদয় প্রাণ তার সমস্ত আবেগময় প্রখরতা এক লক্ষ্য ছেড়ে আর এক লক্ষ্যে চলেছে—স্রোতের মুখ শুধু ঘুরে গিয়েছে, কিন্তু তার তীব্রতার যেমন হ্রাস হয় নাই, তেমনি তার প্রকৃতিরও বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। লক্ষ্য, প্রাকৃত ভাবালুতার বিসর্জ্জন, দমন বা সংযম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয়—তাকে কেবল ভগবানের উপর আরোপ করা ; প্রাকৃত বৃত্তির শুদ্ধি অর্থ তাদের প্রকৃতির, তাদের ধরণ ধারণের সংস্কার নয়—কেবল তাদেরকে ভগবৎ-আশ্রয়ী করে তোলা।

বৈদান্তিক (বা শৈব) সাধনা অন্য রকম—তার স্থিতি মস্তিষ্কে। এ পথের কথা হল আধারের আর আর যে সব অংশ আছে তা ভুলে যাওয়া, চেতনা থেকে তাদের বহিষ্কৃত করা। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ এমন কি হৃদয় থেকেও উঠে গিয়ে মস্তিষ্কে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে—বিচার বিতর্ক ধ্যান ধারণা সমাধি প্রভৃতির ভিতর দিয়ে পৌছিতে হবে ভগবানে, পরমাত্মায়, নির্ব্বাণে।

সাধনার জগতে আমরা একটা বিবর্ত্তনের ধারা লক্ষ্য করতে পারি। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" কিংবা "আত্মা বা অরে বিজিজ্ঞাসিতব্য"—এই হল যেন মানুষের সাধনার আদিমন্ত্র। অর্থাৎ মানুষের মন প্রথমে জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে—মনেরই মধ্যে প্রথমে দেখা দেয় আলো ; বুদ্ধ তাই বলছেন, "মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা।"—ধর্ম্মের আগে আগে চলছেন মনোময় পুরুষ ; মনের ধর্ম্মান্তর দিয়েই ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত। অধ্যাত্ম চেতনা, পরমসত্তা, ভগবান যেন রয়েছে বহু উর্দ্ধে সুদূরে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ-যুগের সাধনা

মানুষ প্রথমে সে বস্তুর সন্ধান পায়, তাকে লাভ করতে চায় আধারের ঊর্দ্ধতর অংশে; সেই ঊর্দ্ধের পরম সত্তাও তাই প্রথমে আবির্ভূত হয় মানুষের ঊর্দ্ধতর অঙ্গে—মস্তিষ্কে, তার বুদ্ধি ও মনে। ঔপনিষদ যুগে, দর্শনের যুগে, বুদ্ধের যুগে, শঙ্করের যুগ অবধি এই সাধনপন্থার প্রাধান্য ছিল বলে মনে হয়।

ভাগবত চেতনা মানুষের ঊর্দ্ধতর অঙ্গ স্পর্শ ক'রে, তার মনবুদ্ধির আয়তন আলোকিত ক'রে ক্রমে নীচের দিকে আপনাকে বিকীর্ণ করে চললো। মস্তিষ্কের সাথে সাথে ক্রমে হৃদয় দিয়ে, হৃদয়ের মধ্যে ভগবানকে অধ্যাত্মসত্তাকে লাভ করতে সে ব্যাকুল হয়ে উঠল। এই রকমে ভক্তিমার্গের উদ্ভব। প্রথম প্রথম হৃদয় যখন সবে মাত্র স্পর্শ পেয়ে চলেছিল, হৃদয়ের ঊর্দ্ধতর ক্ষেত্রে যখন আপনাকে উপরের দিকে খুলে ধরেছিল তখনও সেখানে মস্তিষ্কের জ্ঞানের প্রভাব অনেকখানি ছিল—তখন হৃদয়বৃত্তির খেলায় ছিল একটা স্থৈর্য্য, শান্তভাব। নারদীয় ভক্তি, মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতভাব, দক্ষিণী বৈষ্ণব সিদ্ধাচার্য্যগণের সাধনায়, ভাগবতেও এই জিনিষটি দেখা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপরে এলেন চৈতন্য—হৃদয় থেকে প্রাণে—নাভি-কেন্দ্রে আমরা নেমে এলাম। অর্থাৎ এখন কেবল ভক্তিনতি সমর্পণ নয়, হৃদয়ের ও-সকল উর্দ্ধতর বৃত্তির সাথে মিশল এসে আবেগ উচ্ছ্বাস আকুলতা উদ্বেলতা তীব্রতা মত্ততা। ভাগবত স্পর্শ পৌঁছিল গিয়ে মানুষের আরও নিম্নতর অন্ধকারতর গহ্বরে—সেখানকার স্বাভাবিক চেতনা দিয়ে মানুষ সাড়া দিয়ে উঠেছে সেই স্পর্শে। জ্ঞানের সাধনার স্থিতি ছিল ব্রহ্মরন্ধ্রে, ভ্রূ-মধ্যে, কণ্ঠে—ভক্তি সাধনার স্থিতি —হৃদয়ে বা মণিপুরে—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার স্থিতি নাভিপদ্মে।

তন্ত্র সাধনার স্থিতি আরও একধাপ নীচে, নিম্নতর প্রাণে, নাভিরও অধোভাগে—তন্ত্রের ভাষায়, স্বাধিষ্ঠানে (কথ্য ভাষায় "তলপেটে")। মোটামুটি তাই বলা যেতে পারে, শৈবের সাধনা মনকে ভগবৎমুখী করা, মনের সহায়ে ভগবানকে পাওয়া—বৈষ্ণবের সাধনা হৃদয় ও উচ্চতর প্রাণের ভিতর দিয়ে ভগবানকে পাওয়া—আর শাক্তের বা তান্ত্রিকের সাধনা হল নিম্নতর স্থূল প্রাণকে ভগবৎমুখী করা, নিম্নতর স্থূল প্রাণকে আশ্রয় করে ভগবানকে লাভ করা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচ্চতর প্রাণ হল আবেগের, উদার আস্পৃহার, তীব্র আকূতির, ভাবোচ্ছলতার আয়তন—নিম্নতর প্রাণ হল বাসনার বুভুক্ষার কামনার ক্ষুধার—শিশ্নোদরপরায়ণতার—ক্ষেত্র। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে দুটি বৃত্তির (sex ও hunger) পরিচয় দিয়ে থাকেন জীবের "জৈবিক" বৃত্তি (biological functions) বলে তাই নিয়ে এই ক্ষেত্র। তান্ত্রিক সাধক আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই ক্ষেত্রে—জীবের "জৈবিক" বৃত্তিকে ভগবৎমুখী করা, ওদের আশ্রয় করে উর্দ্ধতর চেতনায় উন্নীত হওয়া, হল তাঁর সাধনার রহস্য।

বৈষ্ণবেরা ভাবাবেগকে—emotion, passion-কে—রাগ অনুরাগ মিলন বিরহ মান অভিমান প্রভৃতি লৌকিক বৃত্তিকে যে রকমে পরমার্থের উপর আরোপ করে তাদের পরিশুদ্ধ উর্দ্ধান্বিত করে তোলেন, তান্ত্রিকও কামশক্তিকে ক্ষুধাশক্তিকে নিয়ে অনুরূপ ব্যবহার করেন—পঞ্চ'ম'কার এই প্রক্রিয়ার এক অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানের বিকৃতি ও বাহ্য অঙ্গগুলিই সাধারণের কাছে পরিচিত—পাশ্চাত্য শিক্ষায় আলোকিত মনের কাছে পরিহসিত—কিন্তু এর তথ্য সাধনা-গম্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগম্য নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি অবশ্য বলছি তন্ত্রের বামমার্গের কথা—দক্ষিণমার্গের ধারা কিছু অন্যবিধ। উভয়মার্গেরই মূলতত্ত্ব হল শক্তিকে, প্রকৃতির শক্তিকে, ধরে তার ক্রম-উর্দ্ধায়ণের সাথে সমূর্দ্ধের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এই প্রকৃতির যে নিম্নতম প্রাকৃতশক্তি—যা ঘোর, নিরেট, অতিস্থূল, অতিবাস্তব তাই বামমার্গের আশ্রয়। দক্ষিণমার্গ চেয়েছে প্রকৃতির উচ্চতর ধারা—আধারের মধ্যে একটা ইচ্ছাশক্তি, তপঃশক্তি জাগিয়ে তার কল্যাণে উর্দ্ধতম চিন্ময়শক্তির সঙ্গে সক্রিয় সাযুজ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেতনার ক্রমগতি

সৃষ্টির রহস্য—তার অর্থ ও উদ্দেশ্য—বুঝতে হলে বোঝা ও মানা দরকার অভিব্যক্তির তত্ত্বটি। অর্থাৎ সৃষ্টি যে চলেছে ক্রমবিকশিত হয়ে, স্তরে স্তরে সে যে আপনাকে অধিকতর প্রকট ও উন্নীত করে ধরছে, এই সত্যটি সৃষ্টির মর্ম্মকথা।

সৃষ্টির যে ক্রমবিকাশ তার বাহ্য অঙ্গ নিয়ে, সে ধারাকে বলা হয় বিবর্ত্তন; পাশ্চাত্যবিজ্ঞান এ তথ্যটি অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, বুঝিয়ে দিয়েছেন। জগৎটা প্রথমে আদিতে ছিল শুষ্ক জড়াণুর সমষ্টি, তারপর জলের আবির্ভাব, জলের মধ্যে প্রাণের জন্ম, তারপর প্রাণময় উদ্ভিদ, তারপর প্রাণী,—প্রথমে ইতর প্রাণী, পরে উচ্চতর প্রাণী; উচ্চতর প্রাণীর শেষ পৈঠায় বানর বনমানুষ, সকলের শেষে এসেছে মানুষ। প্রথমে আবার আদিম অসভ্য মানুষ, ক্রমে মার্জ্জিত সংস্কৃত সভ্য-মানুষের উদ্ভব। এই যে ক্রমোদ্ভব ও ক্রমোন্নতির চিত্র মোটের উপর এটি সত্য বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

তবে এ হল মুখ্যতঃ বাহ্যরূপ বা আকৃতি পরিবর্ত্তনের কথা; কিন্তু এর অন্তরালে রয়েছে একটা স্বভাব বা প্রকৃতি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিবর্ত্তন ; পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এদিকে তেমন দৃষ্টি দেয় নাই। আমাদের ঐতিহ্যে এই আন্তর অভিব্যক্তির কথা আছে বটে, কিন্তু পাশ্চাত্যেরা স্থূল অভিব্যক্তিতত্ত্বকে যে রকম বিশদভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রমাণাদিসহ সাজিয়ে গুছিয়ে ধরেছেন আমরা সূক্ষ্ম অভিব্যক্তির কথা সে-রকম কিছু করি নাই।

এদিকটা যে পরিণত পুষ্ট হয় নাই তার কারণ এই যে একটা সময় এসেছিল ভারতের ইতিহাসে যখন আমরা জোর দিতে সুরু করেছি সৃষ্টির উপর নয়, সৃষ্টি-ছাড়া সৃষ্টির বাহিরে আর একটা কিছুর উপর। সৃষ্টির নিজস্ব মূল্য বা কোন মূল্যই যে আছে ক্রমে অতি সত্বরে আমরা ভুলে গিয়েছি বা অস্বীকার করেছি।

সে যা হোক, যে সূক্ষ্ম বা আন্তর অভিব্যক্তির কথা আমরা বলছি, যার প্রতিরূপ বা বাহ্যছায়া হল স্থূলভৌতিক অভিব্যক্তি, তার মূল তত্ত্বটি হল এই যে অভিব্যক্তি অর্থ চেতনার অভিব্যক্তি। চেতনারই ক্রমবিকাশ ক্রম-উর্দ্ধায়ণ ক্রমরূপান্তর ঘটছে। সৃষ্টির গোড়া বা প্রতিষ্ঠা হল জড়—অন্ন-ব্রহ্ম, ব্রহ্মের যে রূপ ইন্দ্র-বিরোচন তাঁদের সাধনায় সর্ব্বপ্রথমেই সাক্ষাৎ করেছিলেন—জড়, অর্থাৎ চেতনার সম্পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভাব বা অচেতনা। এই অচেতনা কি রকমে সচেতন হয়ে উঠল, তাই সৃষ্টির গোপন ইতিহাস। চেতনার তিনটি অবস্থার কথা উপনিষদে বলছেন—সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রত। আমরা বলতে পারি—অবশ্য উপনিষদে কথাগুলি যে এই অর্থে ব্যবহার করেছে তা নয়—চেতনার সুষুপ্তি দিয়ে সৃষ্টির আরম্ভ, চেতনা যেখানে সম্পূর্ণ নিদ্রিত তারই নাম জড়; গাঢ়ত্ব যখন তরল হয়ে এসেছে, গতি যখন নিদ্রাভঙ্গের দিকে, তখন হল স্বপ্নাবস্থা—নিদ্রা-জাগরণের মধ্যবর্ত্তী বা মিশ্রিত অবস্থাই স্বপ্ন; বিশ্ব-চেতনার এই স্বপ্নাবস্থা—বিষ্ণুর এই দ্বিতীয় পাদক্রম—আশ্রয় করে যে সৃষ্টি তা রূপ পেয়েছে উদ্ভিদ্জগতে। তার-পর নিদ্রা হতে পূর্ণ মুক্তির অবস্থা, যাকে বলা হয় জাগ্রত, চেতনার সেই তৃতীয় ক্রমে প্রাণীর আবির্ভাব। জড় স্থাণু; উদ্ভিদ স্থিতিকে আশ্রয় করে গতিশীল, তার গতি কেবল একদিকে; প্রাণীর হল মুক্ত, বহুধা গতি, সম্পূর্ণ সচল সে।

চেতনা জাগ্রতে এসেও কিন্তু থেমে যায় নাই। জাগ্রতের প্রথম অবস্থায় চেতনা বহির্ম্মুখী—পরাঞ্চিখানি—পশুর চেতনা এই পর্য্যায়ের। জাগ্রত চেতনা যখন অন্তর্ম্মুখী হতে পেরেছে তখনই মানুষের জন্ম। মানুষের চেতনা নিজেকে নিজে ফিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখতে পারে, মানুষের আছে আত্মসম্বিৎ। জাগ্রত চেতনার এই বৈশিষ্ট্যই মানুষের মনুষ্যত্ব। চেতনার, জাগ্রত চেতনার পরিণতি এখানে এসেও শেষ হয় নাই—অন্তর্মুখী* কেবল নয়, এখন তাকে হতে হবে ঊর্দ্ধমুখী। চেতনা যখন ঊর্দ্ধমুখী হয়, ঊর্দ্ধে উঠে দাঁড়ায়—হয় পরাচীন—তখন সে লাভ করে তার চতুর্থ পদবী—তুরীয় অবস্থা—তার আধ্যাত্মিক স্থিতি, তার স্বরূপে অবস্থান।

জড়, জড়াবিষ্ট চেতনা এই রকমে ক্রমে অধিক হতে অধিকতর জাগ্রত ও চিন্ময় হয়ে উঠছে—সত্যিই উঠছে, ঊর্দ্ধে উঠে চলেছে—তার শেষ পরিণতি পরিসমাপ্তি হল সম্পূর্ণ চিন্ময় ও জাগ্রত হয়ে ওঠা। জড় জ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহ হয়ে উঠবে পরাচেতনার, এই পৃথিবীই হয়ে উঠবে স্বর্লোক।

চেতনার বিবর্ত্তনে চেতনার ঊর্দ্ধায়ণ রয়েছে বটে কিন্তু তার অর্থ কোন কোন সাধনায় যাকে বলে বিলোমগতি তা নয়, অর্থাৎ ঊর্দ্ধায়ণের ফলে নিম্নতরটি যে ঊর্দ্ধতরের মধ্যে উঠে লোপ

---

* অবশ্য এই অন্তরেরও অন্তর আছে—যাকে বলা হয় অন্তর্হৃদয়। এই অন্তরতর ঊর্দ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংযুক্ত। এই অন্তরন্তরের রাস্তা দিয়ে সহজে নিম্ন হতে উর্দ্ধে ওঠা যায় ঊর্দ্ধও সহজে নেমে আসে নীচে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পেয়ে যায় তা নয়—পায় একটা রূপান্তর। ফলতঃ বিবর্ত্তন বা অভিব্যক্তির মধ্যে যেমন রয়েছে উর্দ্ধায়ণ—নীচের উর্দ্ধগতি—তেমনি আবার আছে অবতরণ—উর্দ্ধের নিম্নাগমন; প্রথম ধারায় নিম্নতন পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে, দ্বিতীয় ধারায় উর্দ্ধতন মূর্ত্তিমান হয়ে ওঠে, পার্থিব সত্য হয়ে দেখা দেয়। ক্রমপরিণামের ধারা ও লক্ষ্য এমন নয় যে অচেতন চেতন হয়ে উর্দ্ধায়িত হয়ে—সূক্ষ্মতর হয়ে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে মিলিয়ে যায় লোকাতীতের—বিশ্বাতীতের মধ্যে, সৃষ্টির বাহিরে যে সচ্চিদানন্দময় স্থিতি বা মহাশূন্য তার মধ্যে। বিবর্ত্তনের সমস্ত অর্থ ও উদ্দেশ্য হল জড়ের মধ্যে জড়কে আশ্রয় করে সূক্ষ্মতমকে গূঢ়তমকে উর্দ্ধতমকে সচ্চিদানন্দকে পরাৎপরকে—যে নামই দেওয়া হোক না—পরমসৎবস্তুকে—ক্রমে জাগ্রত জীবন্ত লীলায়িত করে ধরা।

জড়ের এই যে রূপান্তর—প্রাচীন রস বস্থা (আলঙ্কারিক নয় রাসায়নিক) বোধ হয় তার প্রতীকাবলীর ভিতর দিয়ে এই জিনষটি লক্ষ্য করেছিল—তা ঘটায় কোন শক্তি? প্রকৃতির নিজের শক্তি এজন্য যথেষ্ট নয়। মানুষের মধ্যে মানুষী বুদ্ধি বা শক্তি যে এ কাজ করতে পারে বা পারবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার কোন সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতির দিক থেকে যা পাওয়া যায় তা হল একটা আকাঙ্ক্ষা আস্পৃহা অভীপ্সা আবাহন—তা ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, আবহাওয়া তৈরী করে, সব আয়োজনই করে হয়ত; কিন্তু জিনিষটি ঘটায় প্রকৃতি নয়, প্রকৃতির অধীশ্বর, ভগবান স্বয়ং। ভগবান জড় দেহ ধারণ করে আসেন এবং আপন দেহের চাপেই যেন জড়কে পরিবর্ত্তিত রূপান্তরিত করতে থাকেন। অবতারের এই নিগূঢ় অর্থ ও ইতিহাস।

প্রকৃতির বিবর্ত্তন চলেছে, ভগবানের অবতারেরও বিবর্ত্তন সেই সঙ্গে চলেছে। যুগসন্ধির প্রয়োজন অনুসারে অবতারের রূপবৈশিষ্ট্য ও রূপবিকাশ। অবতার আসেন দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন-জন্য—এ হল বাহ্য কথা: আসল রহস্য প্রহ্লাদের কথায় কতকটা বলা যেতে পারে—ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং। ভগবান মহাপুরুষ হয়ে তনুগ্রহণ করেন যুগ-ক্রমগত ধর্ম্মকে—সক্রিয় তত্ত্বকে—প্রকট করবার জন্যে—প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে—পালন করবার জন্যে। আমাদের দশা-বতারের যে চিত্র আছে তার বিবর্ত্তনক্রমটির উপর অনেকেই ইতঃপূর্ব্বে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মতানৈক্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকলেও মোটের উপর স্বীকৃত এই হলেন দশাবতার—মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ বামন পরশুরাম রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ এবং কল্কি।

জড় হতে জীবনের যখন প্রথম আবির্ভাব, তা ঘটে শুষ্ক জড়রেণু যখন জলে পরিণত হয়েছে, জলেই জন্মে প্রথম জীব, তাই আদি জলীয় জীবের প্রতীক প্রতিভূ ও অধিষ্ঠাতৃ-দেব হলেন মৎস্য। তারপর জল হতে যখন পলি পড়ে মাটি হতে সুরু করল. পৃথিবী-গঠনের আরম্ভে জীব হল উভচর, তাই সে-যুগের যুগধর্ম্মের বিগ্রহরূপে এলেন কূর্ম্ম। তারপর মাটি যখন তৈরী হয়ে গিয়েছে, শক্তমাটির উপর জীব যখন চলাফেরা করতে সুরু করেছে, তখন জীব ক্রমপরিণতির আর এক ধাপ উপরে উঠেছে, সে-যুগের প্রতিভূ, যুগেশ্বর হলেন বরাহ। এ পর্য্যন্ত গেল পশুর যুগ, মানুষ এখন আসবে, মধ্যবর্ত্তী যুগে পশু ও মানুষের সংমিশ্রণ—পশুর মধ্যে মানুষ দেখা দিয়েছে কি মানুষের মধ্যে পশুর ভাগ প্রবল—তার নিদর্শন ও প্রতীক নৃসিংহ। পরে এল সত্যসত্যই মানুষ, কিন্তু মানুষের শৈশব অপরিণত অবস্থা, ভগবান তাই বামন-অবতার। তারপর পরিণত পূর্ণপ্রাংশুতার মানুষ। এযাবৎ ক্রমান্তর যে ঘটেছে তাতে বাহ্যরূপের পরিবর্ত্তন অতি স্পষ্ট, বাহ্যরূপটিই আন্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবের ও অর্থের চিহ্ন, পরিচয় প্রকাশ। কিন্তু পূর্ণমানুষে এসে ক্রমান্তর ও রূপান্তর অন্তর্মুখী হয়েছে। বাহ্যরূপ পেয়েছে তার পাকা কাঠামো; এখন প্রয়োজন অন্তরের পরিবর্ত্তন ও পরাবর্ত্তন। পরশুরামের আবির্ভাব হল তখন যখন মানুষ তার স্বকীয় আকার ও আকৃতি পেয়েছে বটে, তার পাশবিকতার পাশ কেটে মাথা তুলেছে বটে কিন্তু তার প্রকৃতি তখনও তীব্র রুক্ষ রাজসিক, ক্ষাত্র-বিক্রম এই সুনামে যদিও তার পরিচয়। পূর্ণ রুদ্র ক্ষাত্র তেজ নিয়ে তাই ভগবানের অবতরণ—সকল ক্ষাত্রবীর্য্য নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে তাকে ক্ষয় করে, শুদ্ধ করে ধরবার জন্য। শ্রীরামে মানুষের সাত্ত্বিক চেতনা প্রকট ও মূর্ত্তিমান। তাই শ্রীরামের নিকট পশুরাম হতবীর্য্য। * কিন্তু কেবল রাজসিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা নয়, শ্রীরামের আসল কাজ ছিল প্রাকৃত রাজস-তামসিক

* অবতারে অবতারে বিরোধ বিসদৃশ বোধ হতে পারে সাধারণ দৃষ্টিতে। কিন্তু বিভিন্ন তত্ত্ব যদি মূর্ত্তিমান হয়ে থাকে বিভিন্ন অবতারে তবে বৈসাদৃশ্য এমন কি সংঘাত স্বাভাবিক। তাছাড়া এখানে এমনও হতে পারে দুটি পরম্পর দূরবর্ত্তী যুগের দুটি ঘটনা মানুষের স্মৃতির মধ্যে উপর্য্যুপরি ন্যস্ত হয়ে একটা অখণ্ড কাহিনী রচনা করেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তির উপর বিজয়। রাবণ-কুম্ভকর্ণকে নিহত করে শ্রীরাম মানুষের মধ্যে সাত্ত্বিক চেতনার অবতরণ করালেন—প্রতিষ্ঠা করালেন। পরের ক্রম শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণে মূর্ত্ত এক ত্রিগুণতীত, যাকে বলা যেতে পারে অধি-মানস চেতনা। এই চেতনাকে তিনি মর্ত্ত্যলোকের পরিবেষ্টনার মধ্যে নিয়ে এসেছেন, মানুষের নিভৃত চেতনাকে তার সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছেন, সেই চেতনায় উত্তীর্ণ হওয়া মানুষের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য করে দিয়েছেন। দশাবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পরে স্থান দেওয়া হয়েছে বুদ্ধকে। অবতারক্রমান্বয়ে বুদ্ধের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে এই জন্য: কারুণ্যাতিশয্যে—অর্থাৎ যে জন্যে তিনি অবলোকিতেশ্বর। অধ্যাত্মসম্পদ কেবল নিজের বা অল্পসংখ্যক অধিকারীর মধ্যে আবদ্ধ থাকা যথেষ্ট নয়—সমস্ত বিশ্বই হবে এই পরমধনের অধিকারী, মানবজাতির সহজ ধর্ম্ম হবে আধ্যাত্মিকতা। জগৎ দুঃখ দিয়ে গঠিত? পরমকারুণিকের সাধনা—সকল জীব সকল দুঃখ হতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হবে—সর্ব্বসত্ত্বঃ সর্ব্বদুঃখভাঃ পরিমোক্ষিতাঃ।

ইতিহাসকে আমরা ব্যাখ্যা করছি বাস্তব ঘটনা দিয়ে ততখানি নয়, যতখানি প্রতীকের রূপকে আশ্রয় গ্রহণ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবলোকিতেশ্বর হল এই মাটির পৃথিবীর উপর ভগবানের আশীর্বাদ, মর্ত্ত্যজীবমাত্রেরই উপর ভগবৎপ্রসাদ বর্ষণ। অবশ্য সাধারণতঃ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, সব মানুষ মুক্তি পাবে অর্থাৎ একে একে তারা পৃথিবী ছেড়ে মর্ত্ত্যজীবন পার হয়ে জীবনের অতীত এক অবস্থায় লাভ করবে পরমসুখ। কিন্তু প্রকৃতির ক্রমাভিব্যক্তির ধারা অনুসরণ করে আমরা অন্য-রকম পরিণাম আশা করি। আমরা বলি ইহৈব তৈর্জিতং—এই ইহকালে এই মরলোকেই এই জয় হবে। এবং এই পরম জয় এনে দেবে প্রতিষ্ঠা করবে এসে শেষ অবতার কল্কি। অধ্যাত্মদ্রষ্টারা দুঃখ-বিড়ম্বিত মোহলাঞ্ছিত মানুষকে এই পরম আশ্বাস দিয়েছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

W. D. 8—1948

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi